বাল্মীকিকৃত

রামায়ন

মহাকাব্য

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল।

সপ্তম কাণ্ড। Vol V

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০৩।

শ্রীরাম চন্দ্রায় নমঃ ।—

অথ উত্তর কাণ্ড যত্তি লিখ্যতে ।—

রামং লক্ষ্মনপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং কাকুৎস্থং করুনাময়ং গুননিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং । রাজেন্দ্রং সত্যসিন্ধুং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমুর্ত্তিং বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবনারিং ।—

দক্ষিনে লক্ষ্মনো ধন্বী বামতো জানকী শুভা পুরতো মারুতি র্যস্য তং নমামি রঘূত্তমং ।

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ।

আজি কালিকার যেন বৈকুণ্ঠ নগরী
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শারঙ্গ ধারী।
নীলোৎপল তনু পুঞ্জ কোটি কলেবর
শ্যাম পীতাম্বর তনু নব জলধর।
আজানু লম্বিত ভুজ গলে হেমহার
কপালে লম্বিত মনি মুকুতার হার।
মকরকুণ্ডল ভাল শ্রবনেতে দোলে
মনং কুণ্ডল যেন চঞ্চল কপোলে।
নিশিকর ওপরে যেন নীল কলেবর
নীল গিরি ওপরে যেন পূর্ণ সুধাকর।
জলধর শ্যাম তনু দেখিতে সুরঙ্গ
কুমকুম রচিত কোটি কামতরঙ্গ।
আজানু লম্বিত বাহু নাভিত গভীর
জিনিয়া রবির বিনু সুঠাম শরীর।
শ্রীবৎস গলে শোভে অতি মনোহর
গগন ওপরে যেন শোভে শশধর।
চরনে নূপুর বাজে রুনুঝুনু শুনি
নীল মেঘের ওপরে শোভে চন্দ্র চূড়ামনি।

অঙ্গদসহিত রাম বন্ধু মন্ত্রীগণ
ভরত শত্রুঘ্ন আর যত মুনিগণ।
নারদ আদি গান করে সনকপ্রভৃতি
সুগ্রীব বিভীষন আর হনুমানসংহতি।
শ্যাম সুন্দর তনু অতি মনোহর
রামের নাম শুনি প্রেমে পড়ে গাছ পাতর।
ত্রিভুবনে ওপমা নাই রামের ওপমা
আপনি ব্রহ্মা চারি মুখে দিতে নারে সীমা।
হেন রাম দেখি মুনি আনন্দিত চিত
তুমি নারায়ন রাম সংসারে পুজিত।
লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভু কে করে আরাধন
কস্তুরী চন্দন প্রভু শরীরে লেপন।
চারিভিতে স্তুতি করে অনেক পারিষদ
সনক সনাতন আর বাল্মীকি নারদ।
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগন
কুবের বরুন যম ওনপঞ্চাশ পবন।

গারুড়ে বসিয়া প্রভু আছেন নারায়ন
বিশ্বরূপ রায়েরে দেখিল মুনিগান।
মুনি সকলের ছিল যতেক বাসনা
সেই রূপে রায়েরে দেখিল সর্ব্ব জনা।
বৈকুণ্ঠের সম্পদ রাম দশরথের ঘরে
রাবনবধের হেতু জন্মিল সংসারে।
সেই রূপ সভে দেখিল চক্রপানি
বিশ্বরূপ দেখি ত্রাস পাইল সকল মুনি।
আপনার মূর্ত্তি রাম জানেন আপনি
প্রভু অবতার রাম জানেন সকল মুনি।
মুনি সব এত দেখেন না জানেন শ্রীরামে
মুনি সব দেখিয়া রাম ভঠিল সম্ভ্রমে।
পুটাঞ্জুলি করিয়া রাম দিল অর্ঘ্য জল
যোড়হাতে মুনির স্থানে জিজ্ঞাসে কুশল।
মুনিগান বলেন রাম তোমার কুশল চিন্তি
রাক্ষসের ঠাঁই তুমি বড় পাইলে দুর্গতি।
তুমি আর লক্ষ্মন বীর সীতা ঠাকুরানী
রাক্ষসপুর হৈতে আইলে বড় ভাগ্য মানি।

বিজয় দুরন্ত বল ধরে ব্রহ্মার বরে
সংসারে রাক্ষসমায়ায় কোন জন তরে।
দুর্জ্জয় বীর ইন্দ্রজিত ত্রিভুবনে জানি
হেন ইন্দ্রজিত মারিলে অপূর্ব্ব কাহিনী।
খর দূষণ মারিলে ত্রিশিরা কবন্ধ
মারীচ রাক্ষস মারিলে মায়ার প্রবন্ধ।
দেবান্তক নরান্তক অতিকা মহাবীর
কুম্ভ নিকুম্ভ মারিলে দুর্জ্জয় শরীর।
কুম্ভকর্ণ মারিলে তুমি বড়ই বিস্ময়
যার নামে ডরে পলায় আপনি সমন।
সংসারে রাবনের কেহ না ধরে সমরন
তাহারে মারিয়া করিলে দেবের পরিত্রান।
এত সব বীর মারিলে তাহা নাই গনি
ইন্দ্রজিত মারিলে রাম তাহাত বাখানি।
বিস্ময় মায়া ধরে সে যুঝে অন্তরীক্ষে
সহস্র চক্ষে ইন্দ্র যুঝে তাহা নাই দেখে।
ইন্দ্র বান্ধি নিয়াছিল লঙ্কার ভিতরে
ব্রহ্মা মাগিয়া নিল আপনি পুরন্দরে।

হেন ইন্দ্রজিতের হাতে মারিয়া আইলে ঘর
এই সব কথা শুনি রাম বিস্ময় অন্তর।
যে সব বীর মারি আমি যুদ্ধেতে অদ্ভুত
ইন্দ্রজিত মারিল লক্ষ্মন এই সে অদ্ভুত।
রাম বলেন কি কহিব মুনি রাক্ষসের বিক্রম
এক২ সেনাপতি সাক্ষাতে যেন যম।
রাবনের সেনাপতি কারে নাহি চিনে
রনে প্রবেশ করিলে তারা যম ইন্দ্র জিনে।
রাবনের ভাইয়ের ডরে কেহ নহে স্থির
ত্রিভুবন জিনিয়া কুম্ভকর্নের শরীর।
মাতা কাটিলে না মরে কেহ না ধরে টান
হেন কুম্ভকর্ন এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান।
বড়২ বীর আছিল সে পাইয়াছিল্ক বর
রাবন এড়িয়া বাখান তাহার কোঙর।
অগাস্ত্য মুনি তেঁহো বৈসেন দক্ষিনে
রাক্ষসের বৃত্তান্ত সকল মুনি জানে।
রাক্ষসের কথা কহেন অগাস্ত্য মহামুনি
মুনির কথা শুনিতে রাম হৈল সবরীনি।

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি
উত্তর কাণ্ডে গাইয়া দিল প্রথম সিকলি॥

অগস্ত্য বলেন রঘুনাথ কর অবধান
ইন্দ্রজিতার কথা আমি কহি তোমার স্থান।
ইন্দ্রজিতের কহি শুন পূর্ব্বের কথন
শুনিতে চমৎকার লাগে তাহার মরণ।
দ্বাদশ বৎসর যেই অনাহারে থাকে
স্ত্রীর মুখ বার বৎসর যে জন না দেখে।
ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞ দুর্জ্জয়
হেন যজ্ঞ ভঙ্গ যেই করেত নিশ্চয়।
বিসম নিয়ম রাম যেবা জন করে
হেন জনের হাতে গোসাঞি ইন্দ্রজিত মরে।
মুনির কথা শুনিয়া রামের চমৎকার
মুনিরে জিজ্ঞাসেন রাম করি পরিহার।
আমি আর লক্ষ্মণ সীতা তিন ব্যক্তি
চৌদ্দ বৎসর ছিলাম একই সংহতি।

সীতার রক্ষক লক্ষ্মণ থাকিত সর্ব্বক্ষণ
কেমনে স্ত্রীর মুখ না দেখে কখন।
লক্ষ্মন ফল আনি দিত আমরা ছিলাম ঘরে
আপনি ফল আনিয়া থাকিত অনাহারে।
অগস্ত্য বলেন শুন রাম আমার ওত্তর
লক্ষ্মণে আনিয়া জিজ্ঞাসা করহ গোচর।
দূত পাঠাইয়া তবে আনিল লক্ষ্মনে
জিজ্ঞাসেন তাহারে আপন বিদ্যমানে।
রাম বলেন লক্ষ্মণ ভাই আমার দিব্বি লাগে
যে কথা জিজ্ঞাসি তাহা না ভাণ্ডিহ মোকে।
চৌদ্দ বৎসর এক ঠাঁই ছিলাম তিন জন
সীতার মুখ কখন তুমি না দেখ লক্ষ্মণ।
স্বরূপ করিয়া কহ ভাই না ভাণ্ডিহ মোরে
বার বৎসর তুমি না কি ছিলা অনাহারে।
রামেরকথা শুনি তখন বলেন লক্ষ্মণ
মস্তক তুলি সীতার মুখ না করি নিরীক্ষণ।
গলার নাহিক দেখি হার আর কেয়ুর
সবেমাত্র দেখিয়াছি চরনের নুপূর।

যদি আজ্ঞা করিতে তুমি প্রভু গুনমনি
তব অগোচরে কেমনে খাইব আহার পানি।
বনে ফল খাইয়া আমি তোমা দোঁহার মনে
সেকারনে জিজ্ঞাসা না কর দুই জনে।
সীতা ঠাকুরানী তাহাতে তুমিত প্রধান
সেবক হইয়া কেমতে খাইব আগুয়ান।
তোমার সেবা করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি জানি
বার বৎসর আমি নাই খাই অন্ন পানি।
পূর্ব্ব কথা বুঝি প্রভু পাসরিলে মনে
বিশ্বামিত্রের মন্ত্র পাইয়াছিলাম দুই জনে।
শূল নামে মন্ত্র দিল বিশ্বামিত্র মুনি
বার বৎসর ভোক শোক কিছুই না জানি।
ইন্দ্রজিতের মরনকথা বিশ্বামিত্র জানে
তেঁই ইন্দ্রজিত পড়িল মোর বানে।
এতেক বলিল যদি বীর লক্ষ্মন
লক্ষ্মন কোলে করিয়া করেন ক্রন্দন।
এত দুঃখ আমি ভাই দিয়াছি বনবাসে
অনাহারে বার বৎসর ছিলে উপবাসে।

রামের কাছেতে আছে পৃথিবীর মুনি
রাম বলেন অগাস্ত্য তুমি অন্তর্য্যামিনি।
ত্রিভুবনে যত কর্ম্ম তোমার নহে অগোচর
কেমতে জন্মিল গোসাঁই রাবন লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্মার পৌত্র বলি সবব লোকে ঘোষে
হেন রাবন কেন জন্মিল রাক্ষস ঔরসে।
অগাস্ত্য বলে রঘুনাথ কর অবধান
যেমতে হইল সৃষ্টি কহি তব স্থান।
সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা আগে করিলেন পানি
পানি সৃজিয়া তবে সৃজিল পরানী।
প্রানী সব বলে ব্রহ্মা কর সন্নিধান
কোন কার্য্য করিব মোরা কহ উপাদান।
ব্রহ্মা বলে পানি রাখিতে করিলাম উৎপত্তি
পানি রাখিবে সভে তোমরা প্রানশকতি।
জীব বলে পানি না খাইব তিলং হবে ভক্ষ্য
জীবনে পানি খাইব যে তিন অদক্ষ।
হেতু নামে রাক্ষস হইল রাক্ষসবীর্য্যে
দেব দানব ত্রিভুবন তাহে সভে পূজে।

বিদ্যুৎকেশরী নামে রাক্ষস অধিকারী
সংস্কার নামে কন্যা পুসবে সুন্দরী।
স্ত্রী হইয়া মন্দার পর্ব্বতে করে কেলি
কেলি করিতে পুত্র হইল পর্ব্বতে নিয়া ফেলি।
পুত্র ফেলিয়া কেলি করে পরমানন্দে
ভোকে ব্যাকুল ছাওয়াল শোকে কান্দে।
ছোট ছাওয়াল ফেলাইল হইতে গগন
পার্ব্বতী শঙ্কর যান বলদ বাহন।
এমন ছাওয়ালি ফেলে মা বাপ দারুন
বলদ বান্ধিয়া দুই জন রহিল তৎক্ষন।
বিষম অলঙ্ঘ্য করি রাক্ষস দুর্জ্জয়
দেখিয়া যেন ত্রিভুবনে পায় মহাভয়।
এতেক কহিয়া বিশ্বকর্ম্মা হইল চিন্তিত
পূর্ব্বকথা তার মনে পড়ে আচম্বিত।
গরুড় পবনে যুদ্ধ হইল যেই কালে
সুমেরুর এক শৃঙ্গ পড়িল সেই জলে।

সাগরের ভিতর আছে ত্রিকূট শেখর
সুমেরুর শৃঙ্গ ভাঙ্গে পড়েছে তাহার ওপর।
ত্রিকূট পর্ব্বত সেই পর্ব্বতের চূড়া
শতেক যোজন ওভে সত্তরি যোজন আড়া।
তাতে গিয়া বিশ্বকর্ম্মা ওত্তরিল লঙ্কা
দেব দানব গন্ধর্ব্ব দেখিয়া লাগে শঙ্কা।
অতি ওচ্চ প্রাচীর সে সোনার গঠন
ওভে সত্তরি যোজন ঠেকেছে গগন।
লঙ্কার গঠন দেখিয়া সব রাক্ষস পীরিতি
লঙ্কা পাইয়া রাক্ষস করিল বসতি।
অনেক কাল লঙ্কায় রাক্ষস আছয়ে নিভৃতে
দেবতার শক্তি তাহা না পারে লঙ্ঘিতে।
লঙ্কায় রাক্ষস বৈসে সব দেবে চমৎকার
আমাসভার স্বর্গে আর নাহিক নিস্তার।
এত কথা কহেন অগস্ত্য রঘুনাথের স্থানে
এ কথা শুনিয়া রাম তারে বলে মনে২।
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস
কহকহ বলি রাম করিল প্রকাশ।

গরুড় পবনে বিবাদ হৈল কিকারণে
সুমেরুর শৃঙ্গ তায় ভাঙ্গিল কেমনে।
তিন জনের যুদ্ধ জিনিল কোন জন
সুমেরুর শৃঙ্গ ভাঙ্গিল কহ কিকারণ।
অগস্ত্য বলেন রঘুনাথ কর অবধান
গরুড় পবনে যুদ্ধ কহি তব স্থান।
সন্তাপন নামে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে
তিন কোটি ধন থুইয়া চলে স্বর্গপুরে।
সনক সনাতন দুই পুত্র পরমসুন্দর
বিশ্বাবসু প্রসাদ তার দুই সহোদর।
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের স্থানে ধন রাখিলেন বাপে
কনিষ্ঠ পুত্র দুঃখিত ধনের পরিতাপে।
ধনের তাপে কনিষ্ঠ ভাই বড়ই ভাবিত
জ্যেষ্ঠে বলে ধন দেহ যে হয় উচিত।
জ্যেষ্ঠ বলে ভাগ তোরে না দিল বাপ ধন
আমারে ধনের দাওয়া কর কিকারণ।
না পাইয়া গেল ধন বশিষ্ঠের ঠাঁই
বাপের ধনের ভাগ না দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই।

কত ধন ভাগ পাইল বলহ এখন
সেই দাওয়া করিয়া আমি লইব বাপের ধন।
বশিষ্ঠ বলেন ব্যবস্থা শুনহ আমার
পাঁচ ভাগের দুই ভাগ উচিত তোমার।
আমার ব্যবস্থা যেবা শুনিবা বচনে
বাপের ধন দুই ভাগ দেহত এখনে।
বশিষ্ঠ বলিল এখন ভাগ না দেহ কেনে
আমি গিয়াছিলাম ভাই বশিষ্ঠের স্থানে।
জ্যেষ্ঠ বলে কনিষ্ঠে ভাই হেন করিলে কেনে
জাতি নাশ করিলে আমার বশিষ্ঠের স্থানে।
বারে২ নিষেধিলাম না হইলে ধৈর্য্য
যাহরে চণ্ডাল ভাই হও গিয়া গজ।
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের শাপ এড়াইতে নারে
তৎক্ষনে গজ হইল দশ যোজন শরীরে।
কনিষ্ঠ বলেন জ্যেষ্ঠ ভাই এই বড় গরব
মুই শাপ দিনু তোরে হও গিয়া কচ্ছপ।
দুই জন্তু হৈল ভাই দুই জনের শাপে
এতেক প্রমাদ হয় সেই ধনের ভাগে।

কচ্ছপ জলে সাঁন্ডাইল গজ গেল বনে
মাটিতে পড়িয়া রহিল বাপের ঘত ধনে।
ধন খাইতে না পায় ধন যায়েত বিপাকে
যত্ন করিয়া যেই ধন মাটির ভিতর রাখে।
বশিষ্ঠের শাপে ধন কার না পায় রক্ষা
গজ কচ্ছপ দেখ রাম ধনের পরিক্ষা।
ধন থাকিতে ব্যায় না করে যেই জন
যথাকার ধন তথা যায় অকারন।
যত্ন করিয়া যেবা জন রাখেন অর্থ
সেই ধনের কারনে তার হয়েত অনর্থ।
ধনের কথা শুন রঘুনাথ কহি তব স্থানে
গজ কচ্ছপের কথা কহি শুন সাবধানে।
জলের ভিতর কচ্ছপ থাকে সরোবরে
বিধাতানির্ব্বন্ধ গজ গেল তার তীরে।
দুই প্রহরের রৌদ্রে গজ তৃষ্ণায় আকুল
সরোবর দেখি তাহে খাইতে গেল জল।

গজ দেখিয়া কচ্ছপের যে মনে পড়ে
হীনের ভাগে কচ্ছপ তার শুণ্ড চাপি ধরে।
গজ টানে বনে কচ্ছপ টানে পানি
কচ্ছপ গজে দুই জনে করে টানাটানি।
কেহ কারে টানিতে নারে দোঁহে সমসর
গজ কচ্ছপ টানাটানি দ্বাদশ বৎসর।
বিনতানন্দন গরুড় ওঠে অন্তরীক্ষে
অন্তরীক্ষে থাকি সেই সব কৌতুক দেখে।
বার বৎসর টানাটানি হইল বিস্তর
বাম পায়ে ছুঁইয়া নিল গজ আর কচ্ছপ।
গজ কচ্ছপ লইয়া যে ওঠিল গগনে
মনে করে কোথা লইয়া করিব ভক্ষনে।
শ্যাম বর্ণে বট গাছ শতেক যোজন ডাল
আশি যোজন শিকড় তার লাগেছে পাতাল।
চারিগোটা ডাল তার চারিটা পর্ব্বত
চারি ডালে যোড়ে তার চারি যোজনের পথ।
বাল্মীকি আদি তপ করে গাছের তলে
গজ কচ্ছপ লৈইয়া গরুড় বসিল সেই ডালে।

পৃথিবী সহিতে নারে গরুড়ের ভর
তিন জনের ভরে ডাল করে মড়মড়।
ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িলে মুনি সব মরে
ডাহিন পায়ের নখে গরুড় ডাল চাপি ধরে
মুনি সব এড়াইল থাকিল গাছের তলে
ওষ্টা করিয়া ওঠে গগনমণ্ডলে।
ভাঙ্গা ডাল আছাড়িয়া ফেলে চণ্ডালের দেশে
ডালের চাপনে মরে চণ্ডাল স্ত্রী পুরুষে।
অনেক পাপে হইয়া ছিল চণ্ডালের জন্ম
গরুড়ের হাতে পাপ হইল বিমোচন।
গজ কচ্ছপ লইয়া যায় ব্রহ্মার বিদ্যমান
কোথা লইয়া যাইব ইহা কহ সন্নিধান।
ব্রহ্মার মনে চিন্তা বড় কে সহিবে ভার
গজ কচ্ছপ লইয়া যাও সুমেরু উপর।
তোমার ভর সহিতে নারে পৃথিবী উপরে
সুমেরু বিনা তোমার ভর কে সহিতে পারে।
ব্রহ্মার আজ্ঞা পাইয়া গরুড় চলিল ত্বরিতে
গজ কচ্ছপ লইয়া গেল সুমেরু পর্ব্বতে।

আপন ইচ্ছায় গজ কচ্ছপ করেন ভক্ষণ
হেনকালে তথা গেল দেবতা পবন।
পবন বলে গরুড় পক্ষী তুমি কেন হেথা
মোর ঠাঁই পড়িলে ছিঁড়িব তব মাথা।
যাবৎ গরুড় তোর না করি অপমান
প্রাণ লইয়া পলাহ তবে বাঁচ মোর স্থান।
গরুড় বলে পবন তুই কত বড় বলী
যে যারে জিনিতে পারে এই তার পুরী।
গরুড়ের বচনে পবনের কোপ বাড়ে
পর্ব্বতের সনে তোরে উড়াইব ঝড়ে।
গরুড় বলে পবন কত বলবড়াই করি
সুমেরু পর্ব্বত নাড়িতে কার শক্তি পারি।
সপ্ত স্বর্গ যুড়িয়াছে পর্ব্বতের চূড়া
সপ্ত পাতাল ভেদিয়াছে পর্ব্বতের গোড়া।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যত পর্ব্বত উপরে স্থিতি
হেন পর্ব্বত নাড়িতে পারে কাহার শকতি।
দুই পাক্ষে পর্ব্বত ঢাকে বিনতানন্দন
বাড়াইয়া কৈল পাক্ষা তিন লক্ষ যোজন।

গরুড়ের পাক্ষা যেন বজ্রের সোষর
সাত দিন শিলাবৃষ্টি পাক্ষার উপর।
মেঘের গর্জ্জন যেন পর্ব্বতে কম্পনা
পর্ব্বতের তিলেক না নড়ে এক কোনা।
সৃষ্টি পুলয় কালে যেন মহা অন্ধকার
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কেহ না দেখে নিস্তার।
বুহ্মার ঠাঁই দেবগন করিল স্মরন
আচম্বিতে সৃষ্টি নাশ হয় কি কারন।
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি বড়ই কষ্টে
হেন সৃষ্টি নষ্ট করে যুক্তি নাহি আইসে।
বুহ্মার বচন কিছু না শুনে পবন
পুলয় না হয় যাবৎ তাবৎ করিব রন।
পবনের ঠাঁই বুহ্মা শুনি নিষ্ঠুর উত্তর
পবন এড়িয়া গেল গরুড়গোচর।
বুহ্মা বলেন গরুড় তুমি সৃষ্টি কর রক্ষা
একদিগের ছাড়িয়া তুমি দেহ এক পাক্ষা।
বুহ্মার বচন শুনি গরুড়ের হইল হাস
তোমার বাক্যে লব পাক্ষা পবন পাবে আশ

ব্রহ্মা বলেন যে যেমন সকল আমি জানি
কোটি কল্প হইলে যুদ্ধ নারিবে তোমায় জিনি।
ব্রহ্মার কথা শুনিয়া গরুড় পক্ষী হাসে
ব্রহ্মার বোলে পাক্ষা এড়িদিল এক পাশে।
গরুড় পাক্ষা এড়িদিল পর্ব্বতখান নড়ে
ঝড়ে উড়াইয়া পবন তার শৃঙ্গ পাড়ে।
ত্রিকূট পর্ব্বত আছে সমুদ্র ভিতরে
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপরে।
লঙ্কা নামে পুরী তাহা করিল বিশ্বকর্ম্মা
সেই হইতে হইল লঙ্কাপুরির জন্ম।
পবন না পারে যারে গরুড় দুর্জ্জয়
রাক্ষসের ঠাঁই গরুড় হইল পরাজয়।
মাল্যবান তারা তিন ভাই রাজ্য করে
দেবতা গন্ধর্ব্ব সব পলায় যার ডরে।
আমি ব্রহ্মা আমি বিষ্ণু আমি মহেশ্বর
কুবের বরুণ যম আমি পুরন্দর।
মাল্যবান তিন ভাই করে অহঙ্কার
দেব দানব জিনিয়া লইল রাজ্যভার।

স্বর্গ ছাড়ি চতুর্দ্দিগে পলায় দেবগন
মহাদেবের ঠাঁই গিয়া লইল শরন।
রাক্ষ সক্ষয় কর গোসাঞি দেব মহেশ্বর
রাক্ষস মারিয়া ঘুচাও সভাকার ডর।
দেবের বচন শুনিয়া বলে মহেশ্বর
কেমতে মারিব তারে ব্রহ্মার আছে বর।
দেবগন সভাকে উপদেশ কহি শুন
রাক্ষসক্ষয় করিতে পারেন দেব নারায়ন।
উদ্দেশ পাইয়া চলিল দেবগন
পৌচছিল গিয়া সভে বিষ্ণুর চরন।
রাক্ষসক্ষয় কর গোসাঞি শুন নারায়ন
তবে স্বর্গপুরী রক্ষা পায় দেবগন।
বিষ্ণু বলেন সুকেশপুত্র আমি ভালে জানি
ব্রহ্মার বর পাইয়া সে ত্রিভূবন জিনি।
সবংশে মারিব যদি তোমাসভায় হিংসে
স্বর্গবাস কর তোমরা পরমহরিষে।
দেবগনের যুক্তি এই মাল্যবান শুনে
তিন ভাই যুক্তি করে হইয়া অনুমানে।

আর্য্যাসভার বর্বহেতু বিষ্ণু অঙ্গীকার
হিরণ্যকশিপু মারি তার বাড়েছে অহঙ্কার।
তিন ভাই যুদ্ধ করিব তাহার সনে
কোথায় মারিব বিষ্ণু আমি সাবধানে।
ঘোড়া হাতী রথ সব করিব সাজনে
যুঝিবারে সাজে বেটা বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
বার্ত্তা পাইয়া গরুড় বাহনে চলিল শ্রীহরি
বিষ্ণু দেখিয়া রাক্ষস ঘন বাণ এড়ি।
পর্ব্বতের উপরে যেন হয়ে বরিষণ
বিষ্ণু এড়েন অস্ত্র তখন ঘনেঘন ।
রাক্ষসের ঠাট তখন পলায় অপার
রুষিল রাক্ষস যুঝিতে হইল আগুসার ।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে গরুড় উপরে
বাড়ির ঘায় কাতর হইল খগেশ্বরে।
কণ্টনা পড়য়ে যেন মাতায় গদার বাড়ি
বাণে কাতর হইয়া গরুড় বিষ্ণু লইয়া উড়ি।
গরুড়ত্রাস দেখিয়া রাক্ষস দেয় টিটকারী
নেওটিয়া চক্র বাণ এড়িল শ্রীহরি।

চক্র বানে তাসভার মাতা গেল কাটি
মাল্যবান সুমালি যায় নাহি পায় বাট।
ত্রাস দুচিল গরুড়ের বিষ্ণু করে পৃষ্ঠে
দেখে এখন নারায়ন অনেক কটক কাটে।
মাল্যবান বলে হের শুনহ শ্রীহরি
কাতর হইয়া পলায় যে তারে নাহি মারি।
বিষ্ণু ডাকিয়া বলেন শুন মাল্যবান
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেবতাবিদ্যমান।
রাক্ষস মারিয়া দুচাইব দেবতার ডর
রন সহিতে না পার সাম্ভাও পাতালভিতর।
পাতালে গেলে আমি না মারি পরানে
সুখে স্বর্গে বসতি করুক দেবগনে।
মাল্যবান বলে বিষ্ণু জিনিবে হেন বলে
রাক্ষসের সনে যুদ্ধে কেন মরিতে আইলে।
এই আমি রহিলাম ডাকে মাল্যবান
যত শক্তি পার বিষ্ণু তত শক্তি হান।

বিষ্ণু শক্তি মারিলেন রাক্ষসের বুকে ফুটে
আর্ত্তি খাইয়া মোহ পাইয়া ততক্ষনে উঠে।
জিনিতে না পারি রাক্ষস ভাবে মনেমনে
পাান লইয়া পলায় যত রাক্ষসগণে।
লঙ্কায় না গেল রাক্ষস বিষ্ণুর ডরে
সকল রাক্ষস প্রবেশে পাতালভিতরে।
বিষ্ণুর ডরে পলায় যত রাক্ষসগণ
লঙ্কা পাইয়া কুবেরের কৌতুক হইল মন।
আগেতে লঙ্কায় রাজা হইল সুমালি
তাহার পাছে কুবের করে ঠাকুরালি।
চৌদ্দ যুগ লঙ্কায় রাজ্য করেত রাবন
তাহার পাছে রাজা তুমি করেছ বিভীষন।
রাবন বধিলা তুমি বড়ই সময়
রাবন হইতে রাক্ষস জিলত দুর্জ্জয়।
অগাস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস
কহকহ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
লঙ্কা ছাড়িয়া কুবের গেল কিকারন
কহকহ দেখি শুনি পুরান কথন।

কুবেরের ভাই রাবন সব্ব লোকে ঘোষে
হেন রাবন কেন জন্মিল রাক্ষস ওরসে।
অগস্ত্য বলেন রঘুনাথ অবধান কর
তপ করিতে গেল সেই সুমেরু শেখর।
কেলি করিতে গেল তথা অনেক সুন্দরী
তৃণবিন্দু নামে মুনিরে উপহাস করি।
তৃণবিন্দু মুনির শাপ নাহি শুনে কানে
কৌতুকে বেড়ায় তারা মুনির তপোবনে।
মুনি শাপ দিল তাহা না শুনে সত্বরে
আপদ দেখিয়া কন্যা সব গেল ঘরে।
ঋষি কন্যার জ্ঞান মুনি না করে সম্ভ্রমে
তৃণবিন্দু মুনি গেল অগস্ত্য আশ্রমে।
তোমার শাপে কন্যা মোর হইয়াছে অপমান
আপনি করহ বিবাহ করি কন্যা দান।
অবিবাহিতা কন্যাগর্ভ শুনিতে উপহাস
তুমি বিবাহ কর নহে হয় জাতিনাশ।
বিবাহ করি তুষ্ট হইল সেই কন্যার গুণে
বর দিয়া কন্যারে চলিল ততক্ষণে।

আমার শাপে তুমি গর্ভ ধরিয়াছ উদরে
এই গর্ভে জন্মিবেন উত্তম কুমারে।
বিশ্বশ্রবা বলি পুত্র প্রসবিল সুন্দরী
মহামুনি হইল সেই নানা গুণশালী।
ভরদ্বাজ মুনির কন্যা নাম তার শোভা
সেই কন্যা বিবাহ করে মুনি বিশ্বশ্রবা।
বিশ্বশ্রবার পুত্র হইল নাম বৈশ্রবণ
তপস্যা বৈ কুবেরের আর নাহি মন।
কার তরে তপ করেন সহস্র বৎসর
অনাহারে রহিল যে পবনে করি ভর।
তিন সহস্র বৎসর তপ করিল অনাহারে
আঁতে হাড়ে লাগিয়াছে অস্থি চর্ম্মসারে।
আপনি আসিয়া কুবেরেরে দিল বর
একপাল লোক কুবের ধনের ঈশ্বর।
যম ইন্দ্র বরুণ কুবের হইল সমান
পুষ্পক রথ কুবেরেরে দিল দান।
ব্রহ্মার বরে রথখান অক্ষয় অব্যয়
যত ভাঙ্গে তত হয় নাহি অপচয়।

ব্রহ্মার বরে কুবের হইল অজয় অমর
এককাল লোক আর ধনের ঈশ্বর।
সংসারের দুর্ল্লভ বর ব্রহ্মা দিল দান
সবেমাত্র নাহি দিল বসিবারে স্থান।
বাপ হইয়া তুমি করহ মোরে স্তুতি
তোমার যোগ্য কোনখানে করিব বসতি।
বিশ্বশ্রবা বলে শুন ধনের অধিকারী
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মান আছে কনকলঙ্কাপুরী।
রাক্ষসের রাজ্য সে লঙ্কার ভিতরে
বিষ্ণুর সনে যুদ্ধ করি রাক্ষস সব মরে।
আর যত রাক্ষস সভাই গেল পাতালে
সেই লঙ্কায় গিয়া তুমি কর ঠাকুরালে।
বাপের আজ্ঞা পাইয়া কুবেরের পরমপীরিতি
লঙ্কাপুরী পাইয়া এখন করেন বসতি।
যেমতে লঙ্কাপুরী নিলেক রাবন
রাবনের জন্ম কহি তাহে দেহ মন।

পুষ্পক রথে কুবের বেড়ায় অন্তরীক্ষে
পাতালে থাকি তাহা সুমালি রাক্ষস দেখে।
আপনার ভাল রাক্ষস মনেমনে গনে
নিকশা নামে কন্যা ডাক দিয়া আনে।
পুত্রবর দিবেক বিশ্বশ্রবা মহর্ষি
বেশ করিয়া যাহ তুমি পরমরূপসী।
তোমারে দেখিয়া মুনি হইবেন উল্লাস
বিনয় বচনে তুষিবে মন অভিলাষ।
তাহার বীর্য্যে তোমার হইবেক উদরে
আপন বলে লঙ্কা জিনিয়া লইবে কুবেরে।
রাক্ষসের রাজ্য সে কনকলঙ্কাপুরী
হেন রাজ্য কুবের নিল সহিবারে নারি।
বাপের আজ্ঞা পাইয়া গেল বিশ্বশ্রবার স্থানে
যোড়হাত করিয়া কন্যা রহিল সন্নিধানে।
যেখানে বিশ্বশ্রবা করে যজ্ঞের আহুতি
কন্যা দেখিয়া বলে তুই কোন জাতি।
কোথা হইতে আসিয়াছ আমার বসতি
কি নাম কোথায় থাক কহল যুবতী।

কন্যা বলে মুনি মোরে করিলে জিজ্ঞাসা
সুমালির কন্যা আমি নাম নিকশা।
সুমালির কন্যা হই জাতি যে রাক্ষসী
বাপের আজ্ঞা পাইয়া আইনু তোমা অভিলষী।
মুনি বলে পুত্র ওহ্মরে তুমি বড় ওভরোল
বিসময় তিন পুত্র হইবেক শুন মোর বল।
বিকৃতি মূর্ত্তি ধরিবেক বিকৃতি আকার
চিরঞ্জীবি না হইবে হইবে সংহার।
পুনাম হইয়া বলে মুনি না আইসে যুকতি
তোমার হইয়া মরিবেক রহিবে অখ্যাতি।
জ্যেষ্ঠ আপনি আসি হইবে ওপনিত
তাহা ওপেক্ষিতে তোমার না হয় ওচিত।
দ্বিতীয়ে হইবে পুত্র কহিতে অনুচিত
মহাধার্ম্মিক সেই বিচারে পণ্ডিত।
আমার ওচিত পুত্র তার নাম বিভীষণ
চারি যুগে অমর হবে ধর্ম্মের কারণ।
হরষিত হইল রাক্ষসী শুনিয়া বচনে
গর্ব্ভ ধরিল তখন মুনিপরশনে।

এক মাস দুই মাস তিন মাস হয়
চারি পাচ মাস গেল দশ মাস বয়।
শুভক্ষনে নিকশা পুত্র প্রসবিল
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবন আগেতে নাম হইল।
কুড়ি চক্ষু কুড়ি হাত দশ বদন
উল্কাপাত নির্ঘাত রক্ত বরিষন।
জন্মিবামাত্র রাবন শব্দ নির্ঘন
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপয়ে ত্রিভুবন।
তবে কুম্ভকর্ন জন্মিল মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
ভূমেতে পড়িল আড়ে তিন যোজন পরিসর।
সাত যোজন হইল দীর্ঘল লাগিল আকাশে
দেখিয়া দেবগনে লাগিল তরাসে।
দুর্জ্জয় শরীর সভে হাসেন কৌতুকে
দুই হাত সাপটিয়া ভরে নিয়া মুখে।
তবে কন্যা জন্মিল নাম শূর্পনখা
বিভারাত্রে খাইল ভাতার হইল দুর্ম্মুখা।
শূর্পনখা জন্মিল দেবের সিংহনাদ
এই রাণ্ডী পাড়িবেক রাবনের প্রমাদ।

আর পুত্র জন্মিল ধার্ম্মিক বিভীষন
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষন।
এক কন্যা তিন পুত্র হইল দুর্জ্জয়
তিন শত বৎসর আছে বাপের আলয়।
তিন পুত্র কন্যা আছেন বাপের বাড়ী
বাপ সম্ভাষিতে কুবের আইল রথে চড়ি।
কুবের আসিয়া বাপের চরন বন্দিল
আশীর্ব্বাদ করি তবে বসিতে বলিল।
বাপে গোয়ে আছে যৌন যদুর সম্ভাষনে
হেনকালে নিকশা বুঝায় রাবনে।
কুবের ঠাকুরাল করে এক বাপের তেজে
সেই বাপের পুত্র তুমি লোকে নাই পুজে।
নানা রত্ন বীন কুবেরের বড় সুখী
সেই বাপের পুত্র তুমি জন্মা গেল দুঃখী।
রাবন বলে মাতা তুমি না কর বিসাদে
কুবের জিনিয়া লঙ্কা করিব বাপের প্রসাদে।
গোকর্ন নামেতে বন আছে পৃথিবীভিতরে
তপ করিতে যায় রাবন তিন সহোদরে।

অনেক দুঃখে তপ করে সেই বনেতে রাবণ·
রাক্ষস হইয়া তপ করে অনেজন।
কুম্ভকর্ন তপ করে অতি বড় দুষ্কর
হেট মাতায় করে তপ দুই পা ওপর।
ব্রহ্মকুণ্ডেতে অগ্নি জ্বালিল্প সম্মুখে
বরিষা কালে কুম্ভকর্ন আসনেতে থাকে।
শরৎ কালে থাকে সে রাত্রি জাগিরনে
গ্রীষ্ম কালে অগ্নি জ্বালি করয়ে সেবনে।
অগ্নির জ্বালায় পোড়ে যেন সূর্য্যের আতসে
শীত কালে জলের মধ্যে থাকে এক পাশে।
এইমতে তপ করে দশ সহস্র বৎসর
বিভীষন এক পায়ে করি রহে ভর।
দশ হাজার বৎসর তপ করে অনাহারে
আঁতে বাড়ে লাগিয়াছে অস্থি চর্ম্মসারে।
দশ হাজার বৎসর তপ করে লঙ্কেশ্বর
দশ মাতা কাটিয়া দেয় অগ্নির ওপর।
নয় মাতা কাটিয়াছে দশ সহস্র বৎসর
আর মাতা কাটিতে ব্রহ্মা দিতে আইল বর।

বর মাগ রাবন দুঃখ না পাইহ আর
দৃঢ় করিয়া মাগ বর কৈনু অঙ্গীকার।
রাবন বলে তুমি যদি দিবে মোরে বর
তোমার বরে হব আমি সবংশে অমর।
বৃহ্মা বলেন রাবন তুমি মাগ আর বর
অমর হইতে রাবন বড় হইবে দুষ্কর।
রাবনের কথা শুনি বৃহ্মার হইল হাস
তুমি অমর হৈলে আমার সৃষ্টি হবে নাশ।
বৃহ্মা বলেন রাবন তুমি মাগ আর বর
অমর বর দিতে নারিব শুন সমাচার।
রাবন বলে দেব দানব পিশাচ আর যক্ষ
ইহার হাতে না মরিব আমার সব ভক্ষ্য।
বৃহ্মা বলে যে বাক্য বাহির হইল তুণ্ডে
মোর বরে কাটা মাতা দশ লাগে মুণ্ডে।
দেব দানব গন্ধর্ব্বে তোমার নাহি ডর
সবংশে মারিবে তোমায় নর আর বানর।
রাবন এড়িয়া বৃহ্মা গেল বিভীষনের পাশে
বর মাগ বিভীষন যত মনে আইসে।

বিভীষন বলে ধর্ম্ম ছাড়িয়া আর বর কহি
বিষ্ণুভক্তি পাই আমি এই বর চাহি।
বিষ্ণুর চরনে যেন হয় দৃঢ় ভক্তি
এই বর দেহ গোসাঞি আর নহে যুক্তি।
ব্রহ্মা বলেন তুষ্ট হইলাম তোমার বচনে
অক্ষয় অমর হও তুমি আমার বচনে।
আমার ব্রহ্ম অস্ত্র জানহ ভালমতে
বিভীষন এড়ি গেল কুম্ভকর্নের ভিতে।
সকল দেবতা বলে ব্রহ্মা পাড়িল প্রমাদ
বিনি বরে সহিতে নারি কুম্ভকর্নের বিবাদ।
একে দুর্জ্জয় শরীর দেখিতে ভয়ঙ্কর
দেবের নিস্তার নাহি কুম্ভকর্ন পায় বর।
দেবগনের বচনে ব্রহ্মা করেন যুকতি
ডাক দিয়া আনিল তথা দেবী সরস্বতী।
আমার স্থানে বর যখন মাগিবে কুম্ভকর্ন
তুমি বলিহ নিদ্রা যাই হইয়া অচেতন।
দেবগন বলে ব্রহ্মা সৃজিলে আপনি
ফল ফুলে কাটে গাছ অপযশবানী।

দেবের পরিত্রান হওক তোমার প্রসাদে
কুম্ভকর্ন বর পাইলে হইবে প্রমাদে।
এতেক যদি ব্রহ্মা কহিল বিশেষ
সরস্বতী তার কণ্ঠে হইল প্রবেশ।
ব্রহ্মা বলেন কুম্ভকর্ন ঝাট মাগ বর
সরস্বতী বলে নিদ্রা যাই নিরন্তর।
সরস্বতী ছাড়িয়া গেলে ব্রহ্মা হইল সুখী
রাত্রি-দিন নিদ্রা যায় নাহি মেলে আঁখি।
সরস্বতী চলি গেল স্বর্গভুবনে .
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ন হয়ে অচেতনে।
রাবন বলে কুম্ভকর্ন সম্বন্ধে তোমার নাতি
এমত বর দিতে তোমায় না হয় গুচিতি।
কুম্ভকর্ন নিদ্রা যাবে না হইবে আন
নিদ্রা জাগরনে ব্রহ্মা কর সম্বিধান।
মাতায় হাত দিয়া কান্দে রাজাত রাবন
রাবনের ক্রন্দন শুনি ব্রহ্মা বলে ততক্ষন।

ছয় মাস নিদ্রা গেলে এক দিন জাগরন
অকথ্য করিবে যদ্ধ অদ্ভুত ভক্ষন।
হরিষ হইল রাবন শুনি ব্রহ্মার বানী
কুম্ভকর্ন অচেতন রাক্ষসে ধরি আনি।
বিশ্বশ্রবার ঘরেতে আইল তিন জন
রাবন বর পাইয়া আইল কাঁপে ত্রিভুবন।
এতেক শুনিয়া সুমালি হৈল হরষিত
পাতাল থাকিয়া রাক্ষস ওঠে আচম্বিতে।
সুমালি রাক্ষস ওঠে লইয়া পরিবার
প্রহস্ত অকম্পন ওঠে মারীচ সহোদর।
নিজ পরিবার লইয়া ওঠে মাল্যবান
বজ্রমুষ্টি বিরুপাক্ষ ধূম্র খরসান।
মাল্য রাক্ষসের ছিল পুত্র চারি জন
ধার্ম্মিক চারি জন তারে নিল বিভীষন।
রাবনেরে কোল দিয়া বলেন সুমালি
তোমার প্রসাদে হইলাম সম্পদে আগুলি।
যে কালে তোমার বাপে কন্যা দিলাম দান
তোমার নাতি হৈলে হবে সভার পরিত্রান।

দেবগণের ভয়ে রাক্ষস সাম্ভাইল পাতাল
হেন দেবতার ওপরে তোমার অধিকার।
কুবেরে জিনিয়া লঙ্কায় কর ঠাকুরাল
তবে আমারদের হয় সকল নির্জঞ্জাল।
তোমার নাম শুনিয়া দেবগণ ভয়ে কাঁপে
কুবের লঙ্কা ছাড়িয়া দিবে তোমার প্রতাপে।
রাবণ বলে মাতামহ বলিলে কোন বাণী
জ্যেষ্ঠ ভাই মৈত্রতুল্য সর্ব্ব শাস্ত্রে গণি।
জ্যেষ্ঠ সহ বিবাদে না যাইবেক পুরে
হেন বাক্য কেন বল সভার ভিতরে।
সকলে মেলিয়া যুক্তি করিল অনুমান
পুনঃ ওঠিয়া বলে রাবনবিদ্যমান।
কুবেরের গৌরব রাখ জ্ঞাতি অমুখী
ত্রিভুবনে ভ্রাতৃবিরোধি কোথায় না দেখি।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব যত দৈত্যগণ
ভাই মারিয়া রাজ্য লইয়াছে কত জন।
যত জন ভাই মারিয়াছে কহিব তব স্থানে
মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধানে।

দৈত্য শম্ভু মারিয়াছে তার জ্যেষ্ঠ ভাই
মারিলেক পুরন্দর বৈমাত্রেয় ভাই।
কনিষ্ঠ মারিয়া রাজ্যে হইল দণ্ডধর
কত জন মারিয়াছে ভাই সহোদর।
গরুড়ের ভাই সর্প সর্ব্ব লোকে জানি
হেন সর্প পাইলে গরুড় ভক্ষেত আপনি।
গুরু বলিয়া গৌরব রাখ জ্ঞাতিমনোদুঃখ
কুবের ঠাকুরালি করে তোমার কোন সুখ।
পূর্ব্বে মায়ের তরে দিয়াছ আশ্বাস
কুবেরে জিনিয়া লব লঙ্কা তপের প্রকাশ।
সে সব কথা তুমি পাসরিলে কি কারণ
ইহাই শুনি কুবেরের ঠাই দূত পাঠাইল রাবণ।
রাবনের দূত গিয়া নোয়াইল মাথা
যোড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথা।
রাক্ষসের রাজ্য লঙ্কা সংসারে বিদিত
হেনরাজ্যে আছ তুমি নহেত উচিত।
ভাইয়ের গোচর রথে করহ সম্মান
রাবনে লঙ্কা দিয়া চল অন্য স্থান।

মাতামহের রাজ্য তেঁই দায় বৈরি
কোন সাহসে তুমি আছ লঙ্কাপুরী।
এতেক শুনিয়া কুবের দূতের বচন
বাপের ঠাঁই গিয়া কুবের কৈল নিবেদন।
রাবন পাঠাইল চর আমাবিদায়ানে
রাবনে লঙ্কা দিয়া তুমি চল অন্য স্থানে।
বিশ্বশ্রবা বলে শুন বৈনের অধিকারী
বিষম রাক্ষস সভে আমি কি বলিতে পারি।
ব্রহ্মার বরে রাবন না মানে বাপ ভাই
আপন দোষে মরিবে তুমি যাহ অন্য ঠাঁই।
কৈলাশ পর্ব্বতে যাহ গঙ্গা ভাগীরথী
তোমার যোগ্য স্থান বটে বৈস গিয়া তথি।
বাপের আজ্ঞা পাইয়া কুবের হরষিত
রাবনের দূত পাঠায় করিয়া পীরিত।
লঙ্কায় রাজ্য করুন তাহে নহি কাঁটা
তাহার আমার স্থানে নাহি ভাই বাঁটা।

ত্রিশ কোটি যক্ষ কুবেরের বন বহে
রাবনেরে লঙ্কা দিয়া কৈলাশেতে রহে।
লঙ্কা পাইয়া রাবন পরমপীরিতি
রাবন আসিয়া তথা কৈল অবস্থিতি।
লঙ্কায় রাক্ষস মেলি রাবনে কৈল রাজা
দেব দানব গন্ধর্ব্ব সভাই করে পুজা।
রাবন কুম্ভকর্ন রাক্ষস বিভীষন
যেনমতে বিবাহ করিল তিন জন।
মৃগ মারিতে গেল রাবন গহন কাননে
ময়দানবের সনে দেখা হইল বনে।
আপন কথা কহে দানব রাজা শুনে
আমার কন্যা গিয়াছেন দেবতা আরাধানে।
পরমসুন্দরী কন্যা থুইব কোন স্থানে,
আচম্বিতে ওপনিত হইল দশাননে।
রাজশ্রী আছে তোমার শুন মহাশয়
কোন কুলে জন্ম তোমার দেহ পরিচয়।
রাবন বলে আমি বিশ্বশ্রবার নন্দন
রক্ষসের রাজা আমি নাম দশানন।

দানব বলে আমি বিশ্বশ্রবায় ভাল জানি
আমার কন্যা তুমি বিবাহ করহ আপনি।
কন্যাদান করে দানব পরমকৌতুকে
শক্তি নামে শেলগাছ দিলেন জৌতুকে।
কন্যাদান করিয়া দানব হরষিত মনে
বিরোচন রাজার কন্যা উজ্জ্বলা যৌবনে।
কুম্ভকর্ণ বিবাহ করিল যেন চন্দ্রকলা
রূপের তুলনা নাহি সংসারে উজ্জ্বলা।
কন্যাদান দিল রাজা তিন যোজন
কুম্ভকর্ণ বীর ওভে সাত যোজন।
যেমত বীর তেমত কন্যা শোভে দুই জনে
কুম্ভকর্ণের বিবাহ হইল সেই তপোবনে।
সরংশভরা নামে গন্ধর্ব্বকুমারী
বিভীষন বিবাহ করিল পরমসুন্দরী।
মৃগয়া করিতে বিবাহ করিল তপোবনে
বিবাহ করি তিন জন আইল ভবনে।
মন্দোদরির পুত্র হইল নামে মেঘনাদ
দেখিয়া দেবতাগিনের হইল বিসাদ।

মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে লঙ্কার ভিতরে
দেব দানব ত্রিভুবন কাঁপে যার ডরে।
রাত্রি দিন কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন
ত্রিশ যোজন ঘর বান্ধিয়া দিলত রাবণ।
দশ যোজন পুরিখান আছে পরিসর
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর।
ত্রিশ কোটি রাক্ষস দিল দ্বারখান রাখে
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ আপনার সুখে।
এইমত সুখে আছে রাক্ষসগণ
চৌদ্দ যুগ লঙ্কায় রাজ্য করেত রাবণ।
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস
কহ২ করিয়া রাম করিল প্রকাশ।
কোথায়২ দিগ্বিজয় করিল রাবণ
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন।
অগস্ত্য বলে রঘুনাথ কর অবধান
রাবণের দিগ্বিজয় কহি তব স্থান।
ছত্রিশ কোটি রাবণের প্রধান সেনাপতি
তিরাশি কোটি রাবণের ঘোড়া আর হাতী।

বাদ্যভাণ্ডে হয় তার তিন অক্ষৌহিনী
সত্তরি কোটি সেনা দেখিয়া কাঁপয়ে মেদিনী॥
বৃহ্মার বরে হইয়াছে বড়ই প্রতাপ
রাবণের অহঙ্কারে ভুবনের কাঁপ।
রথেতে চড়িয়া রাবণ বেড়ায় স্থানে২
স্বর্গবাসে যাহা পায় তাহা লুটি আনে।
দেবকন্যা যত পায় স্বর্গবিদ্যাধরী
পরস্ত্রী লঙ্কায় আনি করে নানা কেলি।
কুবেরেরে তবে সব দেবতারা বলে
তোমার ভাই হইয়া দুরাচার কর্ম্ম করে।
কুবের বলে তারে আমি কি করিতে পারি
আমারে দূর করিয়া নিলেক লঙ্কাপুরী।
দূত পাঠাইয়া দিল থুইল প্রবোধে
আর রাবণ জিনি মোরে নাহি করে ক্রোধে॥
দূত আনাইয়া কুবের পাঠাইল সত্বর
এই সব কথা কহ রাবণগোচরে।
রাবণ সম্মুখে দূত নোয়াইল মাতা
যোড়হাতে কহে তবে কুবেরের কথা।

চৌদ্দ বৎসর তপ করিল অনাহারে
আঁতে বাড়ে লাগিল অস্থি চর্ম্মসারে।
ব্রহ্মা আদি আসিয়া কুবেরে দিল বর
একপাল লোক আর ধনের ঈশ্বর।
দেবের বরে কুবের এমন নাহি জানে
কোন তপ করিয়া তুমি হিংস দেবগনে।
তোমারে বুঝাইতে কুবের পাঠাইল মোরে
দেবের হিংসা আর না লঙ্ঘিবে দেবেরে।
এত শুনি রাবন দূতের মুখের কথা
কুপিল রাবন বলে কাটিব তোর মাতা।
দেবের বড়াই কুবের শুনায় আমারে
দূত কাটিয়া সাজ কুবেরে মারিবারে।
দিগ্বিজয় করিতে রাবন সাজে ততক্ষনে
আগে কুবের মারিয়া মারিব দেবগনে।
ছত্রিশ কোটি রাবনের সেনাপতি
সাজিয়া চলিল সভে রাবনসংহতি।
রাবনের রথ লইয়া যোগায় সারথি
নানা বর্নে মনি মানিক নির্ম্মাইল তথি।

সুমেরু পর্ব্বত হইতে পাতরগোটা আনে
রথের চারি কোনে দিল চারিটা যোগনে।
কনকরচিত রথ সুতার সঙ্কার
চারিভিতে সোনার বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর।
সোনার মনুষ্যের মুণ্ড চিহ্ন রথধ্বজে
চারিভিতে সোনার ঝারা রত্নঘণ্টা বাজে।
কনকরচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মান
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।
পর্ব্বতীয়া ঘোড়ার নাকে সোনার বিন্নুকি
তের অক্ষৌহনী পাইক যুঝার ধানুকী।
তিন কোটি হাতি চলে অর্ব্বুদ তাজি ঘোড়া
সাত অক্ষৌহনী চলে জাঠি ঝকড়া।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী
রাবনের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহনী।
এক শত দগড় চামসা তিন শত কাহল
এক কোটি ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ রসাল।
ভেওড় ঝাঝরি বাজে লক্ষ দুই কাড়া
কংশ করতাল বাজে ছয় কোটি পড়া।

তিন লক্ষ বাদ্য বাজে দগড় দামামা
দণ্ড মহরি বাজে এক শত বীণা।
সারি২ ডম্ফ বাজে মৃদঙ্গ কোটি২
দুই সহস্র দগড়েতে ঘন পড়ে কাটি।
তিন লক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি ঘোর শান
পাঁচ শত ঘন বাজে শঙ্খ সিন্ধুয়ান।
চারি শত দড়মসা বাজে দোঘরি মোহরি
তের লক্ষ সানাই বাজে ঝাঝরি২।
চেমচা খমচা বাজে চারি হাজার
এক কোটি বাজে ভেরি খাজু ওক্ষমাল।
শরমণ্ডলা বাজে মাঝো২ কাঁশি
সভার দ্বিগুণ বাজে মধুস্বরে বাঁশি।
বরগা নিশান বাজে শুনিতে অভিলাষ
পাঁচ শত ডম্বুর বাজে আর কপিলাস।
বাদ্যের কলোরব শব্দ উঠিল আকাশে
স্বর্গ ছাড়ি দেবগণ পলান ত্রাসে।
ঢাক ঢোল শব্দেতে কাঁপিছে মেদিনী
সুন্দর২ নাদে বাজিছে সদাই কিঙ্কিনী।

ডম্বল নিশান বাদ্যে হইল গণ্ডগোল
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে উঠিল কলরোল।
রাবনের সাজনে কাঁপিছে দেবগন
ত্রিভুবন শাসিতে চলিল দশানন।
চক্ষুর নিমেষে রাবন লঙ্কা হইল পার
কৈলাশ পর্ব্বত যথা কুবের মহাবল।
কুবেরের ঠাঁই লোক কহেত সত্বর
তোমার এখানে সাজিয়া আইল লঙ্কেশ্বর।
তোমার দত কাটিল না রাখিল পুরোধে
তোমারে সাজিয়া আইসে অতি বড় ক্রোধে।
সত্তরি কোটি ঠাট কুবের পাঠাইল রোষে
মহাযুদ্ধ হৈল যক্ষ আর রাক্ষসে।
রাবন রাজা করে তখন বান বরিষন
পলাইল যক্ষ সকল সহিতে নারে রন।
শেলবিন্দু নামে রাবনের সেনাপতি
যুঝিবারে আজ্ঞা দিল তাসভার প্রতি।

বিষ্ণুচক্র যেন তাঁর চক্র এক ধাঁর
চক্র অস্ত্র যক্ষেরে করে মহামার।
রাবন রাজা অস্ত্র ফেলায় চারিভিতে
পলাইল যক্ষ সব না পারে সহিতে।
রাবনের শব্দ শুনিয়া পলায় ওভরত্বে
আকাশের ভিতর রহিল দ্বার আড়ে।
কুপিল রাবন রাজা রনে মহাবলী
দ্বার ঠেলিয়া ফেলায় করিয়া কোলাকোলি।
পাতরের দ্বারখান ওপাড়িল এক টানে
দুই হাতে তুলিয়া রাবনের মাতায় হানে।
রক্তে রাঙ্গা হইয়া পড়ে রাজাত রাবন
ভাগ্যে প্রান রহিল ব্রহ্মার বরের কারন।
সেই পাতরখান রাবন দ্বারির মাতায় মারে
পাতরের চাপানে দ্বারপাল মরে।
দ্বারী যদি মরিল এখন কুবের চিন্তিত
মুনিভদ্র সেনাপতি ডাকিল আচম্বিত।
মুনিভদ্র নাম তার প্রধান সেনাপতি
আজিকার যুদ্ধে তুমি বলাহ আরতি।

বীরের ভিতরে বীর তুমি বলে মহাবলী
সংগ্রাম জিনিতে পার আমি জানি ভালি।
তোমার সমুক্ষে বীর হইয়া যুঝিবে কোন জন
সংগ্রাম জিনিয়া আজি জিনত রাবন।
যতেক আছিল কুবেরের সেনাপতি
অষ্টাইশ লক্ষ সেনাপতি চলিল সংহতি।
মুনিভদ্র আসিয়া করে বান বরিষন
বিদ্যুতসমান বীর কাঁপে ত্রিভুবন।
রাবনেরে দেখিয়া তিলেক নাই চিন্তে
রাবন মারিতে যক্ষ গদা লইল হাতে।
গদাবাড়ি মুনিভদ্র মারিল নির্ঘাস
দশ মুণ্ড গেল রাবন পাইল তরাস।
ধনুকে যুড়িল বান রাজাত রাবন
কালান্তক যমযেন ঝষিল রাবন।
কুড়ি হাতে চাপিয়া তার বধিল জীবন
কুবেরের পাইক ভগ্ন করে নিবেদন।
মুনিভদ্র পড়িল রনে কুবের চিন্তিত
আপনি আইল কুবের পাত্র মিত্রসহিত।

ডাক দিয়া বলে শুন ভাইরে রাবন
তোমার উচিত নহে হেনকর্ম্ম কর কিস্কারন।
দূত পাঠাইলাম না থাকিলে প্রবোধে
কটক আমার মারিলে কোন অপরাধে।
অনেক তপ করিলে ভাই অস্থি চর্ম্মসার
অমর হইতে নারিলে ভাই কোন অহঙ্কার।
অমর হইলাম আমি তপের প্রসাদে
অমর হইতে নারিলে ভাই বড়াই কর কিসে।
যথা তথা যুদ্ধ কর অবশ্য মরন
মরনকালে স্মরন কর আমার বচন।
ধার্ম্মিক লোক যে বাড়ে ধর্ম্মের ভরে
ধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ হইলে সবংশেতে মরে।
অমর হইয়া তমি রাখিতে নারিবে প্রান
সবে দেখি রামের ঠাঁই তোমার মরন।
তোমাসম্ভাষিয়া ভাই কোন প্রয়োজন
যাহা ভাল বাস তাহা করহ রাবন।
এতেক বলিল যদি কুবের যক্ষরাজ
রাবনের সেনাপতি সভে পাইল লাজ।

কুবুদ্ধি পাইল রাবন দৈবে পাঘত্তি
কুবেরের মুণ্ডে মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
রক্তে রাঙ্গা হইল কুবের পড়ে ভুমিতলে
ঝড়ে গাছ পড়ে যেন ডালে আর মুলে.
কুবেরেরে লইয়া সভে গেল অনুচরে
কুবের ধরিয়া লইল বাড়ির ভিতরে।
পুষ্পক রথ বন্দি করিল ভাণ্ডার সব লুটি
অন্তঃপুরে চলি গেল দেখিল পরিপাটি।
স্ত্রীগন দেখিল যদি আইল অন্তঃপুরী
উর্দ্ধমুখে পলায় সভে দিয়া রড়ারড়ি।
নারী সব পলাইল সংহতি অনুচর
লুটিয়া পুড়িয়া সব করে ছারখার।
কুবের জিনিয়া গেল মহাদেবের পুরী
মহাদেব সম্ভাষিতে গেল ত্বরাতরি।
কার্ত্তিকের জন্মস্থান সোনার শরবন
রথ ঠেকিয়া তাহে রহেত রাবন।

বলেতে ঠেকিয়া রথ নহে আগুসার
পাত্র মিত্র লইয়া রাবন যুক্তি করিল সার।
মারীচ রাক্ষস কহে গিয়া রাবনের কানে
কুবেরের রথখান রাক্ষস নাহি মানে।
রথ চালায় রথে চড়িয়া রথ নাহি নড়ে
মহাদেবের রথ আইল তখন রথ নড়ে।
না চালাইস রথ এই কৈলাশ শেখর
গৌরী লইয়া কেলি করিছে মহেশ্বর।
এথা দেব দানব গন্ধর্ব্ব নাহি আইসে
হেন পর্ব্বতে আইস কেমত সাহসে।
শুনিল রাবন রাজা দূতের বচনে
রথে হইতে নামিয়া আইল মহাদের স্থানে।
নন্দি নামে দ্বারী ছিল রাবন রাজা দেখে
হাতে জাঠা করিয়া নন্দি দ্বারখান রাখে।
বানরের মুখ দেখিয়া নন্দি নামে দ্বারী
বানরমুখ দেখিয়া রাবন দেয় টিটকারি।
নন্দি বলে মহাদেবের আমি দ্বারী বলি
আমার সনে রাবন তোর নহে ঠাকুরালি।

আমার মুখ দেখিয়া কর উপহাস
এই বানর তোমার করিবে সর্ব্বনাশ।
নন্দি বলে তোরে মারিয়া কোন প্রয়োজন
আপন দোষে সবংশে মরিবি দশানন।
নন্দি শাপ দিল রাবণ তাহা নাহি শুনে
কুড়ি হাতে সাপটিয়া কৈলাশখান টানে।
কৈলাশ ধরিয়া রাবণ দিল নাড়া
আর সত্তরি যোজন নড়ে কৈলাশের গোড়া
পর্ব্বত টলমল করে দেবতা কাঁপে ডরে
পর্ব্বত সকল গেল মহাদেবের আড়ে।
পর্ব্বত বলে মহাদেব কর পরিত্রাণ
কোন মহাবীর আসি পর্ব্বতে দিল টান।
রাবণের বল দেখিয়া মহাদেবের হাস
বামপায়ের নখে চাপেন পর্ব্বত কৈলাশ।
হাতব্যথা করিতে রাবণ চীৎকার ছাড়ে
রাবণের ডাকে স্বর্গ মর্ত্ত্য টলমল করে।
পুষ্পক রথ মুক্ত হইল মহদেবের বরে
সেই রথে চড়িয়া রাবণ দিগ্বিজয় করে।

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষন
উত্তর কাণ্ডে গাইল গীত রামায়ন।

অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস
কহ, করিয়া রাম করেন প্রকাশ।
কৈলাশ এড়িয়া কোথা গেলত রাবন
কহ দেখি শুনি মুনি পুরান কথন।
অগস্ত্য বলে রাবনের কথা কহি শুন
পাত্র মিত্রসহিত রাম হইয়া সাবধান।
আপনি দেবী হইয়াছেন অধিষ্ঠাতা
সূর্য্যের তেজ কন্যা যেন দেবমাতা।
ইন্দ্রানী রুদ্রানী জিনি সাক্ষাৎ দেবতা
বিধাতানির্ম্মান কন্যা মন্দহাস্য কথা।
অতিথিব্যবহারে কন্যা দিল আসন পানি
কামে পীড়িত হইয়া জিজ্ঞাসে কাহিনী।
রূপ যৌবন ধির না কর ভোগ বিলাস
কোন কার্য্যে কঠোর তপ করহ উপবাস।

কাহার পত্নী তুমি কাহার ঝিয়ারী
কোন কাযে কঠোর তপ করলো সুন্দরী।
কন্যা কলে মোর কথা কহিতে বিস্তর
যাহালাগিয়া তপ করি শুন লঙ্কেশ্বর।
কুশধ্বজ পিতা আমার পিতামহ বৃহস্পতি
কুশধ্বজের কন্যা আমি নাম বেদবতী।
বেদ পড়িতে আমার বাপের মুখে ওৎপত্তি
অযোনি সম্ভুবা নাম থুইল বেদবতী।
আমাকে হইল বাপের অনেক পীরিতি
ওত্তম স্থানে দিব বলি মনে কৈল যুক্তি।
বিষ্ণু বর করিয়া বাপ আমা দিতে চাহে
আমারে বিবাহ করিতে দেব দানব পথ বাহে।
বিবাহ না দিলেক বাপ করিয়াছে সার
শম্ভু নামে দৈত্যের ঠাঁই বাপ গেল মার।
মাতা অনুমৃতা হইল বাপ মাতা নাহি
আজন্ম তপস্যা করি কপ গুন নাহি চাহি।
বাপের ঠাঁই শুনিয়াছি সিদ্ধ অভিলাষ
তপ করিয়া আমি যাব বিষ্ণুর পাশ।

কন্যার কথা শুনিয়া রাবন রাজা হাসে
রথে হইতে নামিয়া গেলেন কন্যার পাশে।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ সর্ব্ব গুন ধরে
বুড়া বর ইচ্ছা কেন করহ নিষ্ঠুরে।
রাবন বলে কোথা বিষ্ণু কোথা নারায়ন
লাগালি পাইলে তার বধিব জীবন।
কন্যা বলে হেনবাক্য মুখে নাহি আনি
চৌদ্দ ভুবনে জয়ী কৃষ্ণ কার প্রানে জিনি।
কন্যার কথা শুনিয়া রাবন ধরে তার চুলে
চুলে ধরিয়া শৃঙ্গার করে রাবন মহাবলে।
শৃঙ্গার করিয়া চুল ছাড়িল রাবন
কন্যা বলে জাতি নাশ করিলি কিকারন।
অগ্নি প্রবেশ করিব আমি তোর দরশনে
ব্রহ্মা পরশিয়া আমি তাজিব জীবনে।
ব্রহ্মার বর পাইয়াছ বলে কেহ জিনিতে নারি
অল্প প্রানী স্ত্রী আমি কি করিতে পারি।
তপের ফলে ভস্ম করিলে তপ হয় নাশ
রাবন মনে ভাবে এখন আপন বিনাশ।

অগ্নিকুণ্ড মাজে কন্যা জ্বলন্ত অগ্নিরাশি
অগ্নি প্রবেশ করিতে যায় কন্যাত রূপসী।
অগ্নিরে সাক্ষাৎ করি কৈল বহু সেবা
উত্তম কুলে জন্ম করাই অযোনি সম্ভবা।
বিষ্ণু স্বামী হয়েন যেন জন্ম জন্মান্তরে
মোর লাগিয়া রাবণ যেন সবংশেতে মরে।
রাবণলাগিয়া মরি আমি সর্ব্বলোক দুঃখী
মোর লাগি রাবণ মরিবে সর্ব্বলোক সাক্ষী।
অগ্নি প্রবেশ করে কন্যা রাবণবধের তরে
পুষ্পবৃষ্টি আকাশেতে দেবগণ করে।
জনক রাজার কন্যা নাম ধরে সীতা
বিষ্ণু অবতারে রাম তোমার পত্নী পতিব্রতা।
পতিব্রতার শাপ কভু নহে অন্যমত
সীতালাগি মরিল রাবণ সংসারে বিদিত।
ত্রেতা যুগে রঘুনাথ তুমি তার পতি
অবিচারে কর্ম্ম করিলে সর্ব্ব লোকে গঞ্জি।
অহঙ্কারে রাবণ রাজা সবংশেতে মজে
অধর্ম্মী হইলে সুখ নাহি কোন রাজ্যে।

অগাস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথেহ হাস
কহ২ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
বেদবতী হরিয়া রাবন কোথা কারে গেল
কহ শুনি মুনিবর পুরান সকল।
অগাস্ত্য বলেন রাবন রাজা কারে নাহি মানে
শাপ গালি যত দেয় কিচুই না শুনে।
যত২ রাজা আছে পৃথিবীমণ্ডলে
সকল রাজা জিনিয়া বেড়ায় জয়২ বলে।
মরুত রাজা যজ্ঞ করে বনে মহাবিনী
সমস্ত ব্রাহ্মন যজ্ঞে করে বেদধ্বনি।
যজ্ঞের ভাগ লইতে আইল দেবগান
রথে চড়ি সেইখানে গেলত রাবন।
ত্রাস পাইল দেবগান রাবনেরে দেখি
সর্পযেন মাতা নোয়ায় দেখি গরুড় পাক্ষী।
রাবন দেখিয়া ত্রাসে কাঁপে দেবগান
পশুরূপ হইয়া সভে হইল অদর্শন।
ইন্দ্র ময়ুর কুবের হইল কাঁকলাশ
যম কাকরূপ হইল বরুন হইল হাঁস।

যজ্ঞ করে মরুত রাজা বেড়িয়াছে লোকে
সংগ্রাম দেহ বলিয়া রাবন রাজা ডাকে।
মরুত রাজা বলে আমি তোমারে না চিনি
পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি জানি।
রাবন রাজা বলে আমি ভুবনে বিদিত
রাবন রাজা নাম মোর সংসারে পূজিত।
কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ভাই ধনের অধিকারী
পুষ্পক রথ নিলাম আমি কনকলঙ্কাপুরী।
আপন বড়াই করে রাবন সভার ভিতরে
রাবনের বড়াই দেখি মরুত কোপে জ্বলে।
জ্যেষ্ঠ ভাইকে মারি কাটি কহিল আপনি ;
হেনকথা শুনে লোক অপূর্ব্ব কাহিনী।
ধার্ম্মিকের অপমান অধার্ম্মিক বলে
ধার্ম্মিক লোক তাহার নিন্দা সহিতে না পারে।
ব্রহ্মার বর পাইয়া তোর কারে নাহি ডর
মানুষ হইয়া তোরে পাঠাইব যমঘর।

ধনুক হাতে করিয়া যায় যুঝিবার মনে
হাত পসারিয়া রাখে সমস্ত ব্রাহ্মনে।
মহেশের যজ্ঞে রাজা রাবনে কোপ নাহি করি
মার কাট করিলে এখন সবং শেতে মরি।
যজ্ঞ পূর্ন নহিলে রাজা অতি বড় দোষ
পরাজয় মান রাজা হওক সন্তোষ।
পুরোহিতের বোলে রাজা কোপ করে দূর
পাপিষ্ঠ রাবন রাজা বড়ই নিষ্ঠুর।
পরাজয় মানিল মরুত বসিল যজ্ঞস্থানে
যজ্ঞের ব্রাহ্মন সব ডাক দিয়া আনে।
দশ বিশ ব্রাহ্মন রাবন সাপটিয়া ধরে
অনেক ব্রাহ্মন সব ধরিয়া২ ফেলে।
সংগ্রাম জয় করিয়া রাবন চলিল
পক্ষী হইতে বাহির দেবগন হইল।
পক্ষী হইতে দেবতা পাইল পরিত্রান
পক্ষীগনকে দেবগন করেন কল্যান।
ইন্দ্র বলেন ময়ূর তোমারে দিলাম বর
সহস্র চক্ষু হওক তোমার লেজের উপর।

পূর্ব্বেতে ময়ুর ছিল নীল আকার
ইন্দ্রের বরে সহস্র লোচন হইল তার।
আকাশের মেঘ যখন করিবে গর্জ্জন
পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নাচন।
কাঁকনাশেরে বর তখন দিলেন ধনেশ্বর
সোনার বর্ন হওক তোমার কলেবর।
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ন খণ্ডে
সোনাহেন গা হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে।
বরুন বলে হংস তোমারে দিলাম বর
চন্দ্রহেন হওক তোমার কলেবর।
লোকপালময় আমি জলের পতি
জলে চরিতে তোমার হইবে পীরিতি।
যম বলে কাক আমি তোমারে দিলাম বর
আমার বরে নাহি তোমার মরনের ডর।
রোগ পীড়া তোমার কিছু করিতে নারে
তবে সে তোমার মৃত্যু মানুষেতে মারে।
যাহার বন্ধু বান্ধবে তোমার যোগাবে আহার
যমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার।

যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া যে যোগাবে পক্ষেরে আহার
ইহা বলি দেবতা সব গেল স্বর্গদ্বার।
মরুত্ত রাজা যজ্ঞ করিল সংসারে বিদিত
উত্তর কাণ্ড রচিল কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত।

মরুত্তের যজ্ঞকথা শুনিতে চমৎকার
যত সোনার চিত্র পর্ব্বত আকার।
সোনার পাত্রে ভুক্তি নিত্য করেন বর্জ্জন
সেই সোনা ভরিয়াছে তিন লক্ষ যোজন।
কুবেরের ধন জিনি মরুত্তের ধন
মরুত্তসমান নাহি এ তিন ভুবন।
মরুত্ত রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে
এমন মহারাজা ছিল চন্দ্রের বংশে।
অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রঘুনাথের হাসি
কহ২ বলি রাম করেন প্রকাশ।
মরুত্ত জিনিয়া আর কোথা গেল রাবণ
কহ দেখি শুনি মনি পুরান কথন।

মুনি বলেন বীরের কথা যথা রাবন শুনে
পৃথিবির যত রাজা তাহারে রাবন জিনে।
সংগ্রাম চাহিয়া বেড়ায় দেহ মোরে রন
পরাজয় যে মানে তারে না মারে রাবন।
পরাজয় যে না মানে করে অহঙ্কার
রাবনের ঠাঁই তার নাহিক নিস্তার।
পুরন্দর আপন মুখে মাগে পরাজয়
পরাজয় মানিলে তবে যুদ্ধ নাহি হয়।
রাবন রাজা জিনিলেক পৃথিবীমণ্ডলে
অযোধ্যা জিনিতে যায় জয়২ বলে।
অনারন্য নামে ছিল অযোধ্যার রাজা
বার্ত্তা পাঠাইয়া তারে মাজে রাবন রাজা।
তোমার পূর্ব্বপুরুষ অনারন্য নাম
অযোধ্যায় রাবন রাজা চাহেত সংগ্রাম।
লঙ্কার রাবন আমি সংগ্রাম চাহি
তোমার রাজা পলাইয়া গেল সেই কহি।

শুনি কুপিল অনারন্য করে অহঙ্কার
কটকেতে মিশামিশি হইল মহামার।
বুড়া বয়েসে রাজার চক্ষে মাংস চাকে
চক্ষের ভ্রু তুলিয়া বান্ধি রাজা সব দেখে।
অনেক কাল চিরঞ্জীবী রাজা পৃথিবীভিতরে
রাজার বয়েস হইল বাইশ হাজার বৎসরে।
সৈন্য সামন্ত রাজার আইল হস্তী ঘোড়া
চৌরাশি কোটি রাজার জাঠি ঝকড়া।
দুই কটক সৈন্য রাজার মহাবল
রাক্ষসে মানুষে যুদ্ধ হইল মহারোল।
অনারন্য রাজা করে বান বরিষন
রাবনের সেনাপতি পলায় আগুয়ান।
সেনাপতির ভঙ্গ দেখি রাবন ফাঁফর
অনারন্যের সঙ্গে যুঝে ক্রোধে লঙ্কেশ্বর।
রাবন রাজা করে তখন বান বরিষন
রনে পড়িল বুড়া রাজা হইল অচেতন।
আপনা সারিয়া করে বান বরিষন
বানে জর্জ্জর রাবন হইল খানখান।

রাবনের গায়ে বাহিয়া রক্ত পড়ে ধারে
গঙ্গার ধারা বহে যেন পর্ব্বত শেখরে।
কেহ কারে জিনিতে নারে কেহ না পায় আস
দুই রাজা বান বরিষে হইল প্রকাশ।
রাবন রাজা বান এড়ে শূন্য হইল তুন
রাবন হইতে বুড়ার বান আছে দ্বিগুন।
যাবৎ আর বান লইয়া যোগায় সারথি
তাবৎ রাবন মনেং করেন যুকতি।
অনারন্যের বুকে মারিলেক চাপড়
রথে হইতে গুলিয়া রাজা করে ধড়ফড়।
মরনকালে বুড়া রাজা করে চটফট
ধাইয়া রাবন গেল বুড়ার নিকট।
রাজভোগে বুড়া কভু নাহি জানে রন
আমার সনে যুঝিলে অবশ্য মরন।
ত্রিভুবন জিনিয়া বেড়াই আপনার তেজে
অবশ্য মরন যে আমার সনে যুঝে।
অনারন্য বলে রাবন না কর অহঙ্কার
কখন হারি কখন জিনি রনের ব্যবহার।

বড়াই করে তবু রাজা মরনের কালে
শাপ গালি দেয় যেন ততক্ষনে ফলে।
অনেক যুদ্ধ করিয়া তুষিলাম দেবগনে
অনেক রত্ন দানেতে তুষিলাম ব্রাহ্মনে।
রাজা হইয়া প্রজার করিলাম পালন
তিন লক্ষ ব্রাহ্মন নিত্য করাইতাম ভোজন।
এ সব পুন্য সভাই জানে ভালেভালে
তোমার বধের পুরুষ যেন জন্মে মোর কুলে।
এত বলি মরিল রাজা গেল স্বর্গবাসে
মোর বংশের পুরুষে তোমায় করিবে বিনাশে।
সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্গভুবন
দিগ্বিজয় করিয়া এখন বেড়ায় রাবণ।
তোমার পূর্ব্বপুরুষ অযোধ্যানগর জিনে
হেন রাবন রাজা পড়িল তোমার বানে।
উত্তর কাণ্ড গীত গাইল কীর্ত্তিবাস
পূর্ব্বপুরুষের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।

পুর্ব্বপুরুষের কথা শুনি রামের হইল হাস
কহ২ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ ।
রাম বলেন তখন রাজা বলে ছিল টুটা
তেকারনে মারিয়া বেড়ায় রাবন বেটা।
বীরশূন্য পৃথিবী ছিল সেই কালে
তেকারনে রাবন রাজা মারি কাটি বুলে।
সে সব কালের রাজা বুদ্ধ অস্ত্র নাহি জানে
রাবনের পরাজয় নাহি তেকারনে ।
মুনি বলে রাবন রাজা নানা মায়া ধরে
সভারে রাক্ষসের মায়া কোন জন তরে ।
মায়ারন দেখা রন অনেক অন্তর
তেকারনে পরাজয় না পায় লঙ্কেশ্বর ।
মানুষ হইয়া যাহার বিষ্ণু অধিষ্ঠান
তাহার ঠাঁই রাবন রাজা পায় অপমান ।
কার্ত্তিক বীর্য্য অর্জ্জুন রাজা হইল চন্দ্রবংশে
সহস্র হাত ধরে রাজা জন্ম বিষ্ণু অংশে ।
নানা মূর্ত্তি ধরিয়া রাজা সংসার রাখে
যাহার নামে হারা ধন পাইত সম্মুখে ।

মানুষ হইয়া নানা রঙ্গে যুবতী লইয়া জলে
কেলি করে অর্জ্জুন রাজা নর্ম্মদার কূলে।
মহেশ্বরী নগরে অর্জ্জুন রাজার ঘর
তথা গিয়া বার্ত্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর।
লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাহি
তোর অর্জ্জুন রাজা পলাইয়া গেল কই।
রাক্ষসকটক চাপ দেখিতে ভয়ঙ্কর
অর্জ্জুন রাজার বলে তার কারে নাহি ডর।
লোক বলে কিবা চাহ শূন্য নগর
কেলি করে জলে রাজা নর্ম্মদার কূল।
নর্ম্মদায় যায় রাবণ অর্জ্জুন উদ্দিশে
পথে যাইতে বিন্দু পর্ব্বত দেখিল হরিষে।
নানা ফল ফুল দেখে অতি মনোহর
নানা পক্ষী কেলি করে শোভে সরোবর।
ময়ূর নৃত্য করে তায় ভ্রমরঝঙ্কার
নানা হংস কেলি করে শুনিতে সুস্বর।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব স্বর্গবিদ্যাধরী
দেবকন্যা লইয়া দেবতা করে কেলি।

রাবনে দেখিয়া দেবতা কাঁপে ডরে
কেলি ছাড়িয়া পলায় পর্ব্বত উপরে।
ওভরত্তে দেবগন পলাইল ত্রাসে
দেবতা পলায় দেখি রাবন রাজা হাসে।
নির্ম্মল জল নদির পর্ব্বতের উপর বয়
নানা বর্ণে লোক সব কৌতুকেতে রয়।
বিন্দু পর্ব্বত এড়ি গেল নর্ম্মদার কুলে
জলে কেলি করে তথা সিংহ সার্দ্দুলে।
শুক সারন আদি করি যত রাক্ষসগন
রথে হইতে সেইখানে ওলিল রাবন।
দুই প্রহরের রৌদ্রে পোড়েত পৃথিবী
রাবন দেখিয়া মন্দ তেজ হইল রবি।
দুই কুলে বালি মুটিকহেন দেখি
অনেক জন্তু কেলি করে অনেক পাক্ষী।
নর্ম্মদার জল সেই অতি সুশীতল
ধিরে২ বাত বহে অতি মনোহর।
সকল সৈন্যে ওলিয়া রাবন যায় জলে
গার রক্ত পাখালে যত পাইল রনস্থলে।

ডুবাডুবি সাঁতারে রাবন নর্ম্মদার জলে
স্নান করিয়া রাবন ওঠিল নদির কুলে।
দেবের দেব মহাদেব ত্রিভুবনের রাজা
নানা ওপহারে রাবন তার করে পুজা।
সোনার শিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চনের মেথলা
রাবন পুজে তারে দেবার্চ্চার বেলা।
শত সুবর্ন্নের পাত্র লাগে দেবার্চ্চার সজ্জে
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য চারিভিতে বাজে।
শিবলিঙ্গ স্নান করায় সেই নদির জলে
কলসি ভরিয়া চন্দন অর্ঘ্যের ওপর ঢালে।
মন্ত্র জপ করে রাবন লইয়া জপমালা
মৌন না ভাঙ্গে রাজার দেবার্চ্চার বেলা।
কুড়ি হাত পসারিয়া নাচে ভঙ্গে বিভঙ্গে
দণ্ড প্রনাম করে রাবন কাঞ্চনশিবলিঙ্গে।
বার বৎসরের লইয়া সব যুবতী
অর্জ্জুনের সঙ্গে খেলে হরষিত মতি।
নদির মাঝে হাত পসারে অতি দীর্ঘল
হাতে আঙ্গীল বান্ধি রাখে নদির জল।

ক্ষাঁকালি পানি ছিল তায় হইল পাথার
শতং যুবতী তাহে এড়িল সাঁতর।
হাত সম্বরিয়া রাজা এড়িয়া দিল পানি
আকুল হইয়া ডাকে সকল রমনী।
হাতে জাঙ্গাল বান্ধে রাজা রানী সব ভাসে
দেখিয়া অর্জ্জুন রাজা কৌতুকেতে হাসে।
তাহার উপর হাত দেয় কাতেক্ষাতে
ভাটি পানি উজান বহে কুল ভাঙ্গে স্রোতে।
দেবার্ষা করে রাবন নম্মদার কূলে
উজান স্রোতে ফল ফুল ভাসাইল জলে।
আপনি গীত গায় রাবন আপনি নাচে
বার্ত্তা নিতে রাবন রাজা শুক সারনে পাঁচে।
মৌন না ভাঙ্গে রাবন হাতে দিল তুড়ি
পানির বার্ত্তা জানিতে শুক সারন নড়ি।
বার্ত্তা নিচ্চা জানিয়া শুকসারন কয়
তোমার তরে ভেটিতে অর্জ্জুন রাজা চায়।

সুন্দর অর্জুন রাজা যেন দেবমূর্ত্তি
সহস্র হস্তে কেলি করে সহস্র যুবতী।
নদীমাঝে সহস্র হস্ত পসারে দীর্ঘল
সহস্র হস্তেতে রাজা বান্ধে নদির জল।
সহস্র হাতে জাঙ্গাল বান্ধিয়া রাখে পানি
ভাটাজল ওজান বয় অপূর্ব্ব কাহিনী।
সহস্র হাতে জাঙ্গাল বাঁধিয়া রাখে নদী
সেকারনে ভাসে তোমার ফল ফুলের গাদী।
যে অর্জুন রাজায় চাহিয়া দেশে২ বুলি
হেন অর্জুন রাজা নায় আওদড় চুলি।
অর্জুনের বার্ত্তা পাইয়া চলে লঙ্কেশ্বর
দুই ক্রোশ গিয়া দেখে অর্জুন স্ত্রীর ভিতর।
অর্জুনের পাত্রের ঠাঁই পুছেত রাবন
তোমার রাজা কহ গিয়া মম আগমন।
স্ত্রী লইয়া তোর রাজা সুখে এখন নায়
বল গিয়া রাজারে রাবন সংগ্রাম চায়।
এত যদি রাবন রাজা পাত্রের তরে বলে
কপিল অর্জনের পাত্র রাবনের বোলে।

স্ত্রী লইয়া আমার রাজা সুখে কেলি করে
হেন সময় কোন জন বলে যুঝিবারে।
রনের সময় না জানিস রাক্ষস নিশাচর
অর্জুনের ঠাঁই পড়িলে যাবে যমঘর।
স্ত্রী লইয়া রাজা করে হাস পরিহাস
তোর বাক্যে কেন আমি যাব রাজার পাশ।
কুড়িখান হাতে তোর এত অহঙ্কার
এক সহস্র হাতে অর্জুন করে অবতার।
বীরহেন দেখিস তুই আপনার তরে
মারিয়া কাটিয়া বেড়াইস হুঙ্কার রবে।
অর্জুন রাজা পাইলে তোরে মারিবে আছাড়
দশ মুণ্ড ভাঙ্গিয়া তোর চূর করিবে হাড়।
দেব দানব জিনিয়া বেড়াইস যেন সর্প
তেঁই সে কারনে তোর বাড়িয়াছে দর্প।
অর্জুন রাজারে তুই করিস অহঙ্কার
মানুষ হইয়া দেব অধিষ্ঠান রাজাত আমার।
রাক্ষস কুলে বটিস তুই নানা মায়াবির
হোর দেখে রাজা আমার মায়ার সাগর।

আকাশে থাকি যুঝিবেক কেহ নাহি দেখি
মেঘ হইয়া জল বরিষে ওড়িলে হয় পাক্ষি।
সোজার তরে সোজা হয় বাঁকার তরে বাঁক
তার ঠাঁই পড়িলে দেখাবে যমলোক।
অর্জুনে না জানিস রাবন আলি মরিবারে
প্রান রক্ষা করিয়া তুই ঝাট যাহ ঘরে।
আমার সনে যুদ্ধ করিয়া পাইস অব্যাহতি
তবে গিয়া ঘাটাইস অর্জুন নৃপতি।
কুপিল রাবন রাজা দেখিতে ভয়ঙ্কর
রাক্ষস মানুষে যুদ্ধ বাজিল বিস্তর।
শুক সারন মারীচ রাক্ষস মহাবীর
রাক্ষসের মায়ারনে মানুষ নহে স্থির।
রাক্ষসের রনে মানুষকটক পড়ে
অর্জুনের ঠাঁই গিয়া ধাইয়া কহে রড়ে।
তোমার সৈন্য মারিয়া পাড়ে রাজাত রাবন
অগ্নিহেন কোপে জ্বলে শুনিয়া অর্জুন।
যুঝিবারে অর্জুন নড়িল মহাবীর
ভয়েতে রাজার স্ত্রী সব কেহ নহে স্থির।

স্ত্রীলোকের কলোরব শুনি গম্ভীর
অভয় দান দিয়া রাজা সভারে করে স্থির।
পাত্রের সনে অন্তঃপুরে পাঠাইল স্ত্রীগণ
কাঞ্চনগদা হাতে করিয়া ধাইল অর্জ্জুন।
গম্ভীর গর্জ্জনে আইসে যেন পর্ব্বত আকার
গদার বাড়িতে রাক্ষসেরে করে মহামার।
দুর্জ্জয় শরীর রাজার অতি ভয়ঙ্কর
তিন শত যোজন যুড়িয়া আছে পরিসর।
ছয় শত যোজন শরীর ওভেতে দীর্ঘল
সহস্র হাতে ধরে রাজা হাজার পর্ব্বত।
অর্জুন দেখিয়া কুপিল সুহস্ত মহাবল
অর্জুনের মাতায় মারে লোহার মুষল।
ঝন্‌ঝনা পড়ে যেন মুষল ঠিকুর
অর্জুনের গদায় ঠেকিয়া মুষল হইল চুর।
সহস্র হাতে গদা অর্জুন ধরে এক চাপে
সুহস্তের মাতার ওপর মারিলেক কোপে।

মোহ গেল প্রহস্ত বীর সংগ্রামভিতর
প্রহস্ত কাতর দেখিয়া রোষে লঙ্কেশ্বর।
কুড়ি হাতে অস্ত্র ফেলে রাজা রাবণ
সহস্র হাতে অস্ত্র লোফে অর্জ্জুন রাজন।
দুই পর্ব্বতে ঠেকাঠেকি শুনি ঠনঠনি
ত্রিভুবন জল স্থল কাঁপেতে মেদিনী।
দুই হস্তির যুদ্ধ যেন দন্তে হানাহানি
দুই সূর্য্যের তেজ যেন উঠিল অগিনি।
দুই সিংহে রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ
দুই বীর রণ করে নাহিক অবসাদ।
দুই জনে বাণ বরিষে দোঁহে বীরদ্ধর
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিছে জর্জ্জর।
কেহ কারে জিনিতে নারে সোষর দুই জন
দেবতা অসুরে যেন পূর্ব্বে হৈল রণ।
মুষলের বাড়ি রাবণ মারিল নিষ্ঠুর
অর্জুনের বুকে ঠেকিয়া মুষল হৈল চুর।
সহস্র হাতে গদা ধরে অর্জুন নৃপতি
রাবণের বুকে মারে প্রাণশকতি।

মোহ গেল রাবন রাজা গদার আঘাতে
ধনুক বান এড়িয়া রাবন লাগিল কাঁপিতে।
লাফ দিয়া অৰ্জ্জুন ধরিল লঙ্কেশ্বর
গরুড় ছুঁইয়া যেন নিলেক অজাগর।
সহস্র হাতে ধরিয়া থুইল কক্ষতলি
পাতালে যেন নারায়ন বান্ধিলেক বলি।
সর্পরাজ বাসুকী যেন বেড়িলেক সুন্দর
সহস্র হস্তেতে অর্জুন বান্ধিল লঙ্কেশ্বর।
সাধু২ আকাশে ডাকিছে দেবগন
অর্জ্জুনের ওপরে করে পুষ্প বরিষন।
হস্তী মারিয়া সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ
মৃগ মারিয়া ব্যাধ যেন পাসরে অবসাদ।
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারি ভিতে
রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজা লোফে হাতে।
কত হাতে ধরিয়া আছে রাজাত রাবনে
আর কত হাতে খেদাড়ে রাক্ষসগনে।
মারীচ খর দূষন প্রহস্ত মহাবল
অর্জ্জুনেরে স্তুতি করে রাক্ষস সকল।

রাক্ষসের কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের হাস
কক্ষতলে চাপিয়া গেল ভিতর আওয়াস।
রাজা হইয়া অর্জ্জুন ঘ্রমে বাট বয়
রাবণে বন্ধি করিলেক সর্ব্ব লোকে চায়।
অর্জুনেরে ডাক দিয়া বলে দেবগন
অনেক কাল বন্ধি করিয়া রাখহ রাবন।
অর্জুনেরে দেবগন করেন বাখান
তোমার প্রসাদে দেবগন পাইল পরিত্রান।
কৌতুকে দেবগন করে হুলাহুলি
রাবন লইয়া আওয়াসে সাঁন্ধাইল মহাবলী।
এমত সময় বন্ধিশালে গেলত তৎপর
হাতে গলায় বান্ধে রাবন মহাবল।
কুড়ি হাত মুড়িলেক আর দশ গলা
লোহার সিকলে বান্ধিলেক রাবনের গলা।
বন্ধনের টানে রাবন হইল কাতর
বুকেতে তুলিয়া দিল দারুন পাতর।
পাতর তুলিয়া দিল সত্তরি যোজন
পাশ উল্টিতে নারে রাজাত রাবন।

রাবন রাজা বন্ধি করি থুইল কারাগারে
কেলি করিতে গেল রাজা আপন অন্তঃপুরে।
সহস্র হাতে ধরিলেক সহস্র যুবতী
স্ত্রী লইয়া কেলি করে অর্জ্জুন নৃপতি।
অর্জ্জুনের নাম করিলে পাপবিমোচন
অর্জ্জুনের নামে পাই হারাইলে ধন।
বিষ্ণু অবতার রাজা বলমহাবলী
কীর্ত্তিবাস রচিল অর্জুন রাজার কেলি।

রাবন রাজা বন্ধি করিয়া থুইল অর্জুন
ঘরেং বার্ত্তা কহে যত দেবগন।
পৌলস্ত্য মহামুনি স্বর্গলোকে বৈসে
নাত্তির বার্ত্তা শুনি মুনি মর্ত্তালোকে আইসে।
দশ দিগ আলো করে মুনির গায়ের জ্যোতি
আওয়াসে পাইল বার্ত্তা অর্জুন নৃপতি।
পাত্র মিত্র বেষ্টিত রাজা আইল সত্বরে
পাদ্য অর্ঘ দিয়া রাজা মুনি নমস্করে।

সহস্র হাতে করে রাজা পাঁচ শত পুটাঞ্জুলি
ভুমেতে পড়িয়া রাজা মুনি নমস্করি।
অমরাবতি ছাড়িয়া কেন হেথায় আগমন
মোর ঠাঁই আছে গোসাঞি কোন পুয়োজন।
আজি হইতে বংশ মোর হইল নির্ম্মল
আজি হইতে রাজ্য মোর হইল উজ্জল।
দেবগন বন্দে গিয়া যাহার চরন
মানুষ হইয়া দেখিলাম তোমার চরন।
পুত্র পৌত্র আছে গোসাঞি তোমাবিদ্যমান
কোন কার্য্য করিব মুনি কর সম্বিধান।
মুনি বলেন রাজা তোমার সফল জীবন
তোমার সম কৃষ্ণপ্রিয় আছে কোন জন।
তোর যশ ঘুষিবে রাজা এ তিন ভুবনে
আমার গৌরব রাখ এতত রাবনে।
রাবন রাজা হয় আমার সম্বন্ধেতে নাতি
নাতি দান দিলে হয় আমার পীরিতি।।
বন্ধি করিয়া নাতি মোর থুইয়াছ বন্ধিশালে
হাত পা বান্ধিয়াছ লোহার সিকলে।

আমার গৌরব রাখ করহ সম্মান
ক্রোধ ছাড়িয়া মোরে নাতি দেহ দান।
এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বচন
পাত্রেরে বলিল ঝাট আনহ রাবন।
দুই পাত্র রাবনের কাছে গেল দিয়া রড়
দশ গলায় বান্ধিয়াছে লোহার নিগড়।
কুড়ি হাতে রাবনের বন্ধন যোড়েং
রাজার বোলে পাত্র রাবনের বন্দি ছাড়ে।
পায়ের তার ঘুচাইল দাঁড়ুকা নিগড়
বুকের ঘুচাইল তার জগদল পাতর।
কুড়ি হাত মুঁড়িয়া বান্ধিয়া ছিল চামে
বন্ধন মুক্ত করিয়া তুলিল রাবনে।
রাবন আনিয়া দিল মুনিবিদ্যমানে
মাতা তুলি না চাহে রাবন অপমানে।
স্নান করাইয়া পরাইল উত্তম বসন
দিব্য অলঙ্কার দিল রাজ আভরন।
সুগন্ধি চন্দন পষ্প দিলত ভূষন
রত্নভূষিত করিয়া মুনিরে দিল দান।

মুনির বচনে তথা ধর্ম্ম অগ্নি জ্বালি
অর্জ্জুনে রাবনে তখন করাইল মিতালি।
মুনি স্বর্গ গেল রাবন গেল লঙ্কা
ব্রহ্মার বরে রাবনের কারে নাহি শঙ্কা।
অর্জুনের বাপ তপ করিল বিস্তর
প্রত্যক্ষ হইয়া বিষ্ণু আপনি দিল বর।
আপনি বর তারে দিল নারায়ন
অর্জুন রূপে আপনি হইব তোমার নন্দন।
তোমার অর্জুন সহস্র হাত ধরে
হেন অর্জুনের তরে কেহ জিনিতে নারে।
ধলাবল নাহি তথা নাহি ডাকা চুরি
রাজ্যে কোটাল নাহি আপনি প্রহরী।
হারাইলে ধন পাই অর্জুনস্মরনে
চন্দ্রবংশে রাজা নাহি হয় তার গুনে।
বিষ্ণু অংশ ধরে রাজা বিষ্ণুর পাইয়া বরে
হেন অর্জুন রাজা পরশুরাম মারে।
জলের বিম্বু যেন শরীরের নাহি আস্থা
অর্জুন রাজা নষ্ট হয় অন্যে কিবা কথা।

কীর্ত্তি থুইয়া গেল রাজা ঘোষেত সংসার
কীর্ত্তিবাস রচিল অর্জ্জুন অবতার।

মুনির বচন শুনিয়া রামের হইল হাস
কহ২ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
এথা হইতে আর কোথা গেলত রাবন
কহ২ শুনি গোসাঞি অপূর্ব্ব কথন।
মুনি বলে রাবন রাজা বীর চাহিয়া বুলে
বালির বার্ত্তা পাইয়া গেল কিষ্কিন্ধ্যানগরে।
ত্রিভুবন জিনিয়া বেড়ায় নাহি অবসাদ
বালির দ্বারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ।
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর
তার ঠাঁই পুছে বার্ত্তা রাজা লঙ্কেশ্বর।
লঙ্কেশ্বর রাবন আমি সংগ্রাম চাহি
তোরে বলি তোর রাজা পলাইয়া গেল কই।

বানর বলে দুর্জ্জয় হইলি বুহ্মার বরে
প্রান লইয়া পলাইয়া যাহ নিজ ঘরে।
বালির সনে তোর যখন হয় দরশন
দশ মুণ্ড চুর করিবে বধিবে জীবন।
বলদর্প করিয়া যে যুঝিবারে আসি
হের দেখ তা সভার হাড় রাশিং।
সন্ধ্যা করিতে গিয়াছে বালি সাগর দক্ষিন
খানিক থাক দেখিস এখন বালি রাজন।
যদিবা রাবন থাক মরিবার তরে
বালি রাজা দেখ গিয়া দক্ষিনসাগরে।
কুপিল রাবন রাজা তারে পাড়ে গালি
দক্ষিনসাগরে যায় যথা সন্ধ্যা করে বালি।
বালির বিক্রমের কথা শুন নিশাচর
দুর্জ্জয় শরীর বালি বিক্রমের সাগর।
প্রভাত কালের সূর্য্য অরুন ওদয়
চারি সাগরে সন্ধ্যা করে বালি মহাশয়।
আকাশে ওপাড়ি ফেলে পর্ব্বতশেখর
দুই হাত পাড়িয়া লুফে বালি বানর।

পর্ব্বত উপাড়িয়া আকাশের উপর ফেলি
আপনার বাহুর তেজে নিত্য লুফে বালি।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী বালি চক্ষুর নিমেষে যায়
আছুক অন্যের কায পবন লাগি নাহি পায়।
অমর হইয়াছ হেন কর অহঙ্কার
বালির ঠাঁই পড়িলে যাবে যমের দ্বার।
কুপিল রাবন রাজা দুয়ারির তরে
উত্তরিল গিয়া তখন দক্ষিনসাগরে।
সুমেরু পর্ব্বত যেন সাগরের কূলে
সূর্য্যের কিরন যেন রাঙ্গা মুখ জ্বলে।
সত্তরি যোজন শরীর উভেতে দীর্ঘল
উভ করিলে ঠেকে যেন গগনমণ্ডল।
দূরে থাকিয়া রাবন নেহালে যে বালি
শশাঙ্ক দেখে যেন সিংহ মহাবলী।
নিঃশব্দে বালির পাছে যায়েত রাবন
সিংহ ধরিতে যায় যেন ক্ষুদ্র পশুগন।
সিংহের পাছু হইয়া যেন শশকের গমন
রাবন দেখিয়া বালি হাসে মনেমন।

আমারে ধরিতে রাবন রাজা আইসে
রাবন দেখিয়া তখন বালি রাজা হাসে।
বালি বলে রাবন রাজা মরিবে নিশ্চয়
মরিবার আসে আইসে প্রানে নাই ভয়।
কুম্ভার বরে রাবনের হইয়াছে অহঙ্কার
আজি রাবন রাজা তোরে করিব সংহার।
কেমনে মারিয়া যাবে বুঝিব অহঙ্কার
আমার ঠাঁই নাহি আজি তোমার নিস্তার।
মরিবার আশে আইসে অবশ্য তারে মারি
রন চাহি বেড়ায় যে সেই জন বৈরি।
আমায় জিনিতে আইস তুমি মরিবার আশে
হেন সাধ কর বেটা মারিয়া যাবে দেশে।
নির্জ্জীব করিব আজি রাজা লঙ্কেশ্বরে
লেজে বান্ধিয়া ডুবাইব চারি সাগরে।
লেজে বান্ধিব আজি রাজা দশানন
কৌতুক দেখুক আজি এ তিন ভুবন।
সর্প যেন দেখিয়া পলায় বীনতানন্দন
রাবন দেখিয়া বালি অধিক করে ধ্যান।

পাছু দিয়া রাবন রাজা ধরিল কাঁকালি
লেজে বান্ধিয়া রাবনেরে গগনে উঠিল বালি।
দশ মুণ্ড কুড়ি হাত করে নড়বড়
সাপ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড়।
গোরা বানর রাক্ষস চায় চারিভিতে
মেঘ যেন ধাইয়া যায় সূর্য্য আচ্ছাদিতে।
বালির সনে পর্ব্বত বহে সকল বীর
রাক্ষস ধাইতে নারে রক্ত মাংসের শরীর।
অতি শীঘ্র ধায় বালি পবনের বেগে
লাগ না পায় রাক্ষস অবসাদে ভাঙ্গে।
পূর্ব্বসাগরে গেল বালি চারি শত যোজন
পূর্ব্বসাগরে সন্ধ্যা করে ইন্দ্রের নন্দন।
পূর্ব্বসাগরে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে
লেজেতে রাবন নড়ে সর্ব্ব লোকে হাসে।
লেজের বন্ধনেতে রাবন মূর্চ্ছিত
ঝলকে২ মুখে উঠে শোনিত।

লেজের সহিত রাবনে থুইল কক্ষতলি
উত্তরসাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালি।
উত্তরসাগরে সন্ধ্যা করি উঠিল গগন
লেজের বন্ধনে রাবনে দেখে সর্ব্ব জন।
রাবনের দুর্গতি দেখি হাসে সর্ব্ব জনে
পশ্চিমসাগরে বালি গেল ত্বরিত গমনে।
লেজেতে বান্ধিয়া ডুবায় রাজা লঙ্কেশ্বরে
পানি পিয়া রাবন হইয়াছে ফাঁফর।
আকট বিকট করে পাইয়া তরাসে
পানির ভিতরে রাবন বালি আকাশে।
চারি সাগরে সন্ধ্যা করে ধ্যান নাই নড়ে
রাবন লইয়া রাজা কিষ্কিন্ধ্যায় লড়ে।
দেশে গিয়া বালি রাজা রাবনেরে এড়ে
হাসিয়া বলে কোথা থাকি আইলে এথারে।
লঙ্কার রাবন আমি বীর পরিক্ষী
তোমাহেন বীর আমি কোথাও না দেখি।
বরুন পবন আর তুমি যে বানর
চারি জন দেখিলাম আমি এক সোষর।

চারি সাগরে সন্ধ্যা কর পৃথিবীর অন্ত
তোমার আমার যেন পশুর বৃত্তান্ত।
আমাহেন বীর তুমি বান্ধিলে লেঙ্গুড়ে
চারি সাগরে সন্ধ্যা কর ধ্যান নাহি নড়ে।
বলে টুটা পাইলে আমি আছাড়িয়া মারি
আমা হইতে অধিক পাইলে মিতা করি।
আজি হইতে তুমি মোর ভাই সহোদর
মোর লঙ্কাপুরী তোমার ভোগের ভিতর।
দুই জনে মিতালি করিল অগ্নি করি সাক্ষী
দুই জনে প্রীত হইল হইয়া বড় সুখী।
হেন দুই বীর পড়িল তোমার বাণে
বিষ্ণু অবতার তুমি দেব নারায়ণে।
মুনির কথা শুনিয়া রামের হইল হাস
উত্তর কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

কহ২ বলিয়া রাম করেন প্রকাশ
আর কিছু কহত পুরান ইতিহাস।

বালির ঠাঁই হারিয়া আর কোথা গেল রাবন
কহ২ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন।
মুনি বলে যুদ্ধ চাহিয়া বেড়ায় রাবন
নারদের সনে হইল পথে দরশন।
দিগ্বিজয় করি রাবন বেড়ায় চড়িয়া রথে
মেঘ আড়ে থাকি নারদ সম্ভাষে পথে।
ব্রহ্মার বর পাইলা রাবন অনেক তপে
দেব দানব স্থির নহে তোমার প্রতাপে।
রোগ শোকে লোক সব জরায় পীড়িত
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ আনন্দিত।
অবশ্য মরনপথ কেহ নাহি দেখি
বন্ধু বান্ধবের শোকে সর্ব্ব লোক দুঃখী।
যমের মুখে পড়িয়াছে সকল সংসার
যম এড়িয়া মানুষ মার কেমত ব্যবহার।
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয়
যম মারিয়া লোকেরে করাও নির্ভয়।
দৈত্য মারিয়া বিষ্ণু লোকে কৈল সুখী
লোকের হিতে সাপ খায় গরুড় পাক্ষী।

ব্রহ্মার বর পাইয়া তুমি জিনিলে ত্রিভুবন
তোমার রনেতে স্থির নহে দেবগণ।
যম মারিয়া ঘুচাও তুমি লোকের তরাস
যম থাকিতে মনুষ্য মরে লোকে ওপহাস।
যম মারিয়া লোকের করহ প্রতিকার
যম জিনিবারে রাবন করিল আগুসার।
মুনির কথা শুনিয়া বলিছে রাবন
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন।
আগে মর্ত্ত্য জিনিব পাছেত পাতাল
তবেসে জিনিব গিয়া অষ্ট লোকপাল।
ছোট জিনিয়া বড় জিনি রনের পরিপাটি
বড় জিনে ছোট জিনিব পৌরুষে হবে ঘাটি।
মুনি বলে যম থাকিতে আর নাহি জিনি
তোমা হইতে ঘুচিবে লোকের মরনকাহিনী।
কুড়িপাটি দশনে রাবন দশ মুখে হাসে
চতুর্দ্দিগে কেয়াফুল যেন ফোটে ভাদ্র মাসে।
ত্রিভুবন জিনিব মুই কৌতুকের তরে
তোমার আজ্ঞায় যাই যম জিনিবারে।

মুনির বচনে রাবন চলিল দক্ষিনে
রাবন গেল নারদ মুনি ভাবে মনে২।
হেন জন নহে যে যমের নহে বশ
যম জিনিতে যায় রাবন বড়ই সাহস।
ধাতা বিধাতা ইন্দ্র যম সভার ইশ্বর
ত্রিভুবনের বৃত্তান্ত যাহার গোচর।
ব্রহ্মার বর পাইয়া দুর্জ্জয় রাবন
যম রাবনে যুদ্ধ হবে জিনিবে কোন জন।
দুই জনের কে জিনিবে নিশ্চয় করিতে নারি
যুদ্ধ দেখিতে নারদ চলিল যমপুরী।
সুস্থ থাকিতে বিসম্বাদ ঠেকায় নারদ
নারদ যাহারে ঠেকায় সঙ্কারে আপদ।
শনির দৃষ্টি হইলে যেন পড়ে সর্ব্ব লোকে
রাবন ঠেকাইয়া গেল যমের সমুখে।
রাবন নাহি যাইতে মুনির আগুসার
যেখানে করেন যম ধর্ম্মের বিচার।
নারদ দেখিয়া যম উঠিল সম্ভ্রমে
পদ্য অর্ঘ্য নমস্কার দিল ততক্ষনে।

অমরাবতী ছাড়িয়া কেন হেথা আগমন
মোর ঠাঁই আছে তোমার কোন প্রয়োজন।
নারদ বলে যম তুমি আছিলে নিশ্চিন্তে
তোমায় মারিতে আইসে রাবন যুঝিবার মতে।
দণ্ড হস্তে যুঝিও তুমি দুর্জ্জয় রাবন
দেখিবারে আইলাম দুই জনের রন।
নারদের বচনে যম চাহে অনেক দূর
রাক্ষসকটকের চাপ দেখিতে প্রচুর।
পুষ্পক রথে চড়িয়া আইসে রাবন
রাক্ষসকটক সাম্ভাইল যমের ভুবন।
আগে থানা সাম্ভাইল যমের পূর্ব্বদ্বার
লোক জন দেখি তথা ধর্ম্ম অবতার।
দেব পিতৃভক্ত যে বলেছে সত্য বচন
তাহার সম্পদ দেখি বলিছে রাবন।
গোদান করিয়া যেই তুষিয়াছে ব্রাহ্মণ
ঘৃত দুগ্ধে দেখে তার অপূর্ব্ব ভোজন।
দুঃখী লোক দেখিয়া যে করেছে অন্ন দান
সুবর্ণের থালে সে করে অমৃত পান।

বস্ত্র হীনে বস্ত্র দিলেক তৃষ্ণায় দিয়াছে পানি
তাহার সম্পদ দেখি রাবন বাখানি।
ব্রাহ্মনের তরে যেবা ভূমি দান করি
যমপুরীতে দেখে তারে ভূমের অধিকারী।
সর্ব্ব লোক তুষিল যে বলিয়া প্রিয় বানী
তার সুখ দেখিয়া রাবন বিস্তর বাখানি।
অতিথি পাইয়া যেবা দিয়াছে বাসাঘর
সোনার আওয়াস তার দেখে লঙ্কেশ্বর।
সুবর্ন দান করিয়া যে তুষেছে ব্রাহ্মন
সোনার খাটে শয়ন তার দেখেত রাবন।
ব্রাহ্মনের সেবা যে করেছে এক মনে
তাহার সম্পদ দেখি রাবন বাখানে।
পাত্র পাইয়া যে করিয়াছে কন্যা দান
সভা হৈতে দেখে রাবন তাহার সম্মান।
বিষ্ণুর কীর্ত্তন যে করিয়াছে নিরন্তর
তাহার সম্পদ দেখি হরিষ লঙ্কেশ্বর।
চতুর্ভুজ যম তারে করেন স্তবন
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তারে দিলেন আসন।

বৈকুণ্ঠে না যায় সে যায় স্বর্গবাস
দিব্য শরীর ধরিয়া তারে দিলেন প্রকাশ।
চতুর্ভুজ রূপে তারে সম্ভাষ করিল
নানাবিধ প্রকারেতে স্তবন করিল।
পুণ্যের তেজে লোক এত সুখ করে
আপনা ভাবিয়া রাবন মনে পড়িয়া মরে।
দেখিয়া লোকের সুখ হরিষ লঙ্কেশ্বর
পূর্ব্বদ্বার এড়িয়া গেল পশ্চিমদুয়ার।
অনেক তপ পুন্য করিয়াছে যেই জন
তাহার সম্পদ দেখি হরিষ রাবন।
উত্তরদ্বার রাবন রাজা করিল গমন
রাজা সব করিয়াছে পৃথিবী পালন।
আগম পুরান শুনিয়াছে যেবা রাজা
পুত্রস্নেহে পালিয়াছে যেবা লোক প্রজা।
পরহিংসা পরদার না করে যেবা জন
হাতী ঘোড়া রথ তার দেখেত রাবন।

পূর্ব্ব পশ্চিম আর দ্বার উত্তর
তিন দ্বারে ধার্ম্মিক লোক দেখেত বিস্তর।
যমের দক্ষিণদ্বার ঘোর অন্ধকার
রাত্রি দিন নাহি তথা সব একাকার।
যতযত পাপী লোক দক্ষিণদ্বারে থাকে
এক ঠাঁই রহে লোক কেহ নাহি দেখে।
চৌরাশি সহস্র কুণ্ড দক্ষিণদুয়ারে
নরকে ডুবয়ে সব যমদূতে মারে।
যমের প্রহারে লোক হইয়াছে কাতর
কলোরব শুনিয়া তথা গেল লঙ্কেশ্বর।
দক্ষিণদ্বারে প্রবেশ করিল রাজন
প্রথম প্রহার তথা দেখেত রাবন।
যতেক পাপ করিয়াছে যত২ জন
যমদূতে প্রহার করে বড়ই দারুন।
যে যত পরদার করেছে কৌতুকে
তিনি২ কুম্ভীপাকে ডুবেন নরকে।
তপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির ওথাল
তাহাতে ধরিয়া ফেলে গায়ের যায় ছাল।

গুরু পরিবর্ত্ত যে হরিয়াছে ব্রাহ্মণী
তাহার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী।
লোহার ডাঙ্গস দুত মারে গোটা২
চারিভিতে ডাঙ্গস মারে তায় লোহার কাঁটা।
সর্ব্বাঙ্গি সেঁচনে তাহার পচে মাংস
অর্ব্বুদে২ পোকা পালি যায় অংশ।
হাতে গলায় বান্ধে তার দিয়া চামের দড়ি
মাতার ওপরে তুলি মারে লোহার বাড়ি।
মাতা কাটিয়া গায় রক্ত পড়ে ধারে
পরিত্রাহি ডাকে কেহ রাখন প্রহারে।
লোহার বাড়িতে মাতা চিরে রক্ত পড়ে স্রোতে
বিস্ময় প্রহার তারে করে যমদুতে।
নরকে বীরিয়া ফেলে পাপী সব ডরে
বিষ্ঠা খাইয়া পাপী ফাফরিয়া মরে।
গৃধিনী শুকিনি মাংস টানে চারিভিতে
সাঁড়াসি দিয়া চক্ষু ওপাড়ে যমের দুতে।
হস্ত পদ নাশিকা কর্ণ আর চক্ষু
জিহ্বাতে লোহার বড়িষি মারে অসঙ্খ্য।

পাপ পুন্যের ভাগী সব ইন্দ্রিয়গন
বিসয় পুহার ভুঞ্জে যমের তাড়ন।
পর স্ত্রীরে যে জন দিয়াছে আলিঙ্গন
তাহার বিসয় শুন যমের তাড়ন।
লোহার স্ত্রী এক আনে যমের দুতে
অগ্নিতে দিয়া তাহা তাতায় ভালমতে।
অগ্নি লোহা জ্বলে যেন জ্বলন্ত অনল
পাপী সব তাহাতে ধরিয়া দিছে কোল।
গার মাং-স পোড়ে পরিত্রাহি ডাকে পাপী
তাহা দেখিয়া রাবন মুদিল দুই আঁখি।
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুন পুহারে
মহাজ্বালায় পোড়ে পাপী ধড়ফড় করে।
পরদার করিয়াছে রাবন নিরন্তর
বিসয় পুহার করে যমের কিঙ্কর।
পরস্ত্রী নিরীক্ষন যে করে একচিত্তে
দুই চক্ষু তাহার ওপাড়ে যমদুতে।
বিসয় যমের দুত করেত তাড়না
পরের স্ত্রী হরে যে তার এতেক যন্ত্রনা।

পরস্ত্রী লইয়া যেবা করেছে রমন
ষাটি হাজার বৎসর নরক ভোগে সেই জন।
তাহাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার
কোটি কল্প বৎসরে নরক নহেত ওদ্ধার।
রন করিয়া যে লোক লইলেক পরান
করাতে চিরিয়া তারে করে খানং।
বিপরীত রক্তে তালুয়া তার শোঁষে
পানি চাহিতে যমদূতে অধিক মারে রোষে।
ব্রাহ্মন দেবতার বস্ত্র হরিয়াছে যে জন
তাহার প্রহারের কথা শুনহ কারন।
হাত পা বান্ধে তার দিয়া চামের দড়ি
মাতার ওপরে মারে ডাঙ্গিসের বাড়ি।
বুকে শূল মারে কেহ চক্ষু টানিয়া বিরে
পরিত্রাহি ডাকে লোক দারুন প্রহারে।
দেবতা স্থাপিয়া যে না করে পূজন
তাহার বিসম শুন যমের তাড়ন।

হাত পা বান্ধিয়া ফেলে দিয়া চাম্যের দড়ি
পাপী সভার ওপরে মারে দোহাত্তিয়া বাড়ি।
ঘাড়ে মুড়ে বান্ধিয়া ফেলে অগ্নির ভিতর
বিসম প্রহার ভুঞ্জে শত সহস্র বৎসর।
পরের ধন যে জন করিল ডাকা চুরি
তিল প্রমান করিয়া তারে খুরের ধারে চিরি।
পরহিংসা পর বল করেছে যে জন
তাহার প্রহারের কথা বড়ই বিসম।
সভার মধ্যে যে জন করে ঠকলাবুড়ী
তাহার গালে বড়িষি বিন্ধে মাতে মারে বাড়ি।
লোকের তরে শাপ দেয় বলে মিথ্যা বানী
তাহার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী।
তপ্ত সাঁড়াসি দিয়া জিহ্বা টানিয়া কাড়ি
মাতার ওপর মারে ডাঙ্গসের বাড়ি।
গুরু পবির্বত হয়ে যে করে স্বাপ্য অপচয়
নরকে ডুবাইয়া তায় যমদুতে লয়।
ব্রাহ্মনেরে মন্দ বলে মারে জ্যেষ্ঠ ভাই
মুগুর ঘায়ে বুক চিরে ডাকে পরিত্রাহি

পরহিংসা করে বলে অসত্য বচন
বিসম প্রহার করে যমের তাড়ন।
অপাত্রে কন্যা দান দিয়া লয় কৌড়ি
তাহার মাতায় দেখে মাংসের চুপড়ি।
মাংস লহ২ বলি যম ডাক ছাড়ে
মাংসের কসানি তার বুক বাহিয়া পড়ে।
সভার ভিতর যে মিথ্যা দিয়াছে স্বাক্ষী
তাহার জিহ্বা ওপাড়ে দিয়া তপ্ত সাঁড়াসি।
তাহার পূর্ব্বপুরুষ ভুঞ্জে সেই পাপ
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ।
অতিথি পাইয়া যেবা না করে জিজ্ঞাসা
অপার দুর্গতি তার নরকেতে বাসা।
দান দিবার সময় যে হয় তার হন্তা
তাহার বুকে দেয় যম জগদল জাঁতা।
স্ত্রীয়া হরিয়াছে যে পুড়িয়াছে পরের ঘর
বিসম প্রহার করে তারে যমের কিঙ্কর।
দুই জনে ন্যায় করিয়া স্বপক্ষ হইয়া বলে
কুম্ভী পাকে ফেলে তারে ধরিয়া২ চুলে।

হারানেরে জিনায় যে হইয়া স্বপক্ষ
যমদুত প্রহার তারে করিছে অসক্ষ।
চুরি ডাকা করে যে না করে লোকের হিত
যমদুতে প্রহার তারে করিছে বিপরীত।
লোকে পীড়া দিয়া যেবা তুষিয়াছে ঈশ্বর
কুক্কুর জন্ম পায় সে শত সহস্র বৎসর।
লোকের রক্ষা করিয়া যে রাজা করে নাশ
শৃগাল যোনি হইয়া সে খায় মৃত মাস।
রাজার ভাল না চিন্তি যে লোকের চিন্তে হিত
প্রহার বিসম তারে না হয় উচিত।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করিয়াছে যেই জন
বিসম যাতনা ভুঞ্জে যমের কারন।
গুরুপত্নী গমনেতে যত পাপ হয়
বিসম তাড়না করে জীবন সংশয়।
মরনে মরন নাহি যন্ত্রনামাত্র সার
কর্ম্মভোগ ভুঞ্জে লোক না দেখে নিস্তার।
ব্রাহ্মন হইয়া শূদ্রানী গমন বড়ই প্রমাদ
তাহাসভার পাপেতে স্ববির্য্য হয় খাদ।

চণ্ডাল জনম হয় শূদ্রাণী গমনে
সকল কর্ম্ম নষ্ট হয় যার দরশনে।
অধার্ম্মিক হয় সেই বড় হয় দোষ
পাপের ভাগ লয় সে করিয়া সম্ভাষ।
দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য যে করে শুদ্ধমতি
সকল কর্ম্ম নষ্ট হয় দেখিলে বৃষলীপতি।
পাতকী জন দেখিয়া যে জন সম্ভাষে
ধার্ম্মিকে অধর্ম্ম হয় সেই সব দোষে।
রাজা হইয়া প্রজাপ্রতি না করে পালন
পরলোকে নরক তার না যায় খণ্ডন।
পুত্রপালনে যদি রাজা পালে প্রজা
কোটিকল্প স্বর্গবাস ভুঞ্জে সেই রাজা।
অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ
শুদ্ধমতি হইয়া সে না করে পূজন।
দেবস্ব হরে যেবা করে দুরাচার
দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার।
হাতে করিয়া ঘৃত দেয় নৈবেদ্য ওপরে
সেই ঘৃত ওঠে তার নখের ভিতরে।

অন্নের তাপে সে ঘৃত শুকাইয়া পড়ে
অন্নের সঙ্গে ঘৃত গেল শরীরভিতরে।
শাস্ত্রে আছে নৈবেদ্য ঘৃত দিয়ে করে পূজা
সেই পাপে ব্রাহ্মণ হয় কালিঞ্জুরের রাজা।
এই সকল কথা শুনি হইল চমৎকার
দেবল ব্রাহ্মণের কভু নাহিক নিস্তার।
শূদ্র হইয়া যেই হরিয়াছে ব্রাহ্মণী
তাহার বিস্ময় বোল বড় ডাক শুনি।
লক্ষ২ সাঁড়াসি দিয়া গায়ের টানে মাস
সহস্র সন্ধানে খুলে খায় গায়ের মাস।
ডাঙ্গসের বাড়ি মারে হয় খান২
কোটি কল্প নরক ভুঞ্জে নাহিক এড়ান।
কর্জ্জ করিয়া যে জন না করে শোধিনে
তার পিতৃলোকের শুন যমের তাড়ন।
বিষ্ঠাপূর্ণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে
তথির উপরে ফেলে ধরিয়া তার মুণ্ডে।
তপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির ওথাল
তথির উপর ফেলে গায়ের যায় ছাল।

অগ্নিতে সাঁড়াসি দিয়া তাতায় ভালযতে
সাঁড়াসি দিয়া গাত্রমাংস কাটে যমদূতে।
এই রূপে নরকভোগ করিবে অনেক কাল
বুম্ভ্রুম্মের পাকে তার নাহিক নিস্তার।
পরহিংসা করে যে সুজনেরে নিন্দে
চাঁযদড়ি দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে।
গলায় বড়িষি দিয়া কেহ করে টানাটানি
যাণ্ডা তুলিয়া তার মাতার ওপর হানি।
ছোট কাঁটা দিয়া তারে বড় কায়টালয়
গলায় গলগণ্ড তার বড়ই সংশয়।
পুরুষের দেখিল রাবন এতেক যন্ত্রনা
ইহা হইতে বাইশ গুন স্ত্রীলোকের যাতনা।
ছোট কৰ্ক বড় কৰ্ক যত করে পাপ
পাপানুসারেতে ভুঞ্জে যমের পরিতাপ।
লোকের যাতনা দেখি রাবন রাজা চিন্তে
বন্দি মুক্ত করে এখন মারিয়া যমদূতে।
শূলের ঘায় রাবন রাজা করে চুরমার
যমদূত মরিয়া করে বন্দির উদ্ধার।

যতেক পাপ করে লোক ভুঞ্জিলে সে তরি
পাপেতে বান্ধিয়া আনে গলায় দিয়া দড়ি।
পাপের কারনে পাপী চক্ষে নাহি দেখে
পাপের দোষে আরবার পড়েত নরকে।
রাবন বলে বন্ধি সব করিনু উদ্ধার
আরবার কেন তারে করেত প্রহার।
যমদুত বলে রাবন আমারে কেন গঞ্জে
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঞ্জে।
ইহলোকে রাবন তুমি যত কর পাপ
পরলোকে এমন ভুঞ্জিবে পরিতাপ।
পরলোকে তোর সনে হেতা হৈবে দেখা
তখন তোমারে রাবন করিব ব্যবস্থা।
কুপিল রাবন রাজা দুতের বচনে
সন্ধান পুরিয়া বান যমদুতে হানে।
যমের কিঙ্কর যত নানা অস্ত্র ধরে
শেল জাঠি মুদ্গর ফেলে রাবন উপরে।
যমদুত দেখিয়াত সভে ভয়ঙ্কর
রাবনের সনে যুদ্ধ করেত বিস্তর।